হিশাম আলতালিব
আব্দুলহামিদ আবুসুলাইমান
ওমর আলতালিব

যৌনশিক্ষা

বাচ্চাদের আমরা কী বলবো?

যৌনশিক্ষা
বাচ্চাদের আমরা কী বলবো?

মূল
হিশাম আলতালিব
আব্দুলহামিদ আবুসুলাইমান
ওমর আলতালিব

ভাষান্তর
আফিফা রাইহানা

সম্পাদনা
রওশন জান্নাত
ফাতেমা মাহফুজ

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

যৌনশিক্ষা: বাচ্চাদের আমরা কী বলবো?

হিশাম আলতালিব, আব্দুলহামিদ আবুসুলাইমান, ওমর আলতালিব

অনুবাদস্বত্ব ©

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশক

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩৯৪৯, ০১৪০০ ৪০৩৯৫৮

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৩

মূল্য
২৫০.০০ টাকা

ISBN
978-984-98129-0-6

Bengali version of *'Sex and Sex Education: What do we tell our children?'* Written by Hisham Al-Talib, AbdulHamid AbuSulayman and Omar Al-Talib, Translated by Afifa Raihana, Published by BIIT Publications, 302 (Books & Computer Complex Market), 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100, Phone: (+88) 01400403949, 01400 403958; E-mail: biitpublications@gmail.com, Price: BDT 250.00, USD 5.00

সূচি

ভূমিকা ০৫

যৌনশিক্ষা কী? ০৫

যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা ০৭

যুক্তরাষ্ট্রের মা ও মেয়ের উপলব্ধি ১১

মূল্যবোধ এবং সেক্স: একাল ও সেকাল ১২

কেন যৌনশিক্ষা? এটি কি শেখানো উচিত? ১৪

বাচ্চাদের কী শেখাতে হবে? ১৬

যৌন অপব্যবহার! এটি কতটা ভয়াবহ? ১৮

ব্যভিচার ও যিনার শাস্তির আইনের পিছনে যৌক্তিকতা ২২

সেক্সের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রোগ ২৩

ছেলেবন্ধু-মেয়েবন্ধু সম্পর্ক ২৫

অল্পবয়সে মা হওয়া: ইসলামে গর্ভপাত এবং দত্তক নেয়া ২৯

গর্ভপাত ৩০

ইসলামে দত্তক ৩২

সমকামিতা এবং বাবা-মা ৩৪

ইসলামে যৌনশিক্ষা ৩৯

ছেলে-মেয়েদের প্রতি বাবা-মায়ের দায়িত্ব ৪৩

স্বাস্থ্যবিধি: ঋতুস্রাব, গুপ্ত লোম, খাৎনা, বীর্য ৪৪

বয়ঃসন্ধিকাল এবং সংযম ৪৬

যৌন দ্বন্দ্ব নিরসনে ইসলামের সমাধান: প্রতিরোধমূলক নীতিমালা ৪৯

শালীনতা (হায়া) ৫২

নির্ধারিত পোশাক-পরিচ্ছদ ৫৮

অবাধ মেলামেশা ও খালওয়া না করা ৬০

সমবয়সীদের চাপ এবং অন্য কারণসমূহ ৬১

কী করা উচিত? ৬২

তাড়াতাড়ি বিয়ে ৬৩

শিক্ষাব্যবস্থা এবং তাড়াতাড়ি বিয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ৬৫

বড়দের যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া থেকে শিশুদের সুরক্ষা ৬৯

যথাযথ বয়সে শিশুদের পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে সচেতন করা ৭১

যখন একটি শিশু ধর্ষণ বা অজাচারের (incest) স্বীকার হয় ৭২

ইসলামী যৌনশিক্ষার পাঠ্যক্রম ৭৫

করণীয় ৭৮

ভূমিকা

যৌনতা (Sex) এবং যৌনশিক্ষা (Sex education)- এ দুটি বিষয়ই বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। বেশিরভাগ বাবা-মায়েরাই সেক্স বিষয়ক আলোচনায় বেশ বিব্রত বোধ করেন। তারা বাচ্চাদের যৌনশিক্ষার বিষয়টি স্কুল কিংবা অন্য লোকদের ওপর ছেড়ে দেন। অথচ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে সুস্থ থাকবার জন্য যৌনশক্তিকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করা প্রয়োজন। কারণ, এর অনৈতিক ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি বয়ে আনে। যার বেশিরভাগই সামাজিক এবং শারীরিক রোগের কারণ। তাছাড়া অনৈতিক যৌনতার কারণে শুধু সেই ব্যক্তিটি নয়; বরং তার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কখনো কখনো এ ক্ষতির পরিমাণ এতই বেশি হয় যে তা নিরাময় করা সম্ভব হয় না।

আমাদের সৃষ্টিকর্তা বিয়ে বহির্ভূত অনৈতিক সম্পর্ক ও যিনাকে আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। এ ধরনের সম্পর্ক প্রায়শই দুর্ভোগ বয়ে আনে। তাই যৌন সম্পর্ককে বিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। যৌন সংক্রামক রোগের (STDs) সূত্রপাত ঘটে অনৈতিক যৌন সম্পর্ক থেকে। যখন মানবজাতি অস্বাভাবিক আচরণে লিপ্ত হয়, তখন নতুন ধরনের রোগের সংক্রমণ হতে পারে। তাই, নিজেদের ও সন্তানদের সেক্স এডুকেশনের ক্ষেত্রে বাবা-মায়েদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

যৌনশিক্ষা কী?

যৌনশিক্ষা সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন ধারণা আছে। এটি কি শরীর ও শরীর-সম্পর্কীয় বিদ্যা, নাকি শারীরিক মিলন বা প্রজনন এবং পারিবারিক জীবন, নাকি রোগ প্রতিষেধক বা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ, কোনটা? যৌনতা সম্পর্কে বাচ্চাদের জানানো আর এ ব্যাপারে তাদের অনুমতি দেয়াটা কি সমান? একবার আমেরিকান এক শিক্ষক বলেছিলেন, ‘আমি আপনাদের বাচ্চাদের সেক্স করা বা না করার জন্যে বলার ব্যাপারে ভাবছি না, আর কীভাবে করতে হবে সে সম্পর্কেও বলতে চাইছি না। কিন্তু যদি তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এটি করবে, তবে তাদের জানা থাকা উচিত, কীভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায় বা গর্ভধারণ রোধ করা যায়’। লক্ষণীয়, বেশিরভাগ যৌনশিক্ষার প্রোগ্রামগুলি অপরিপূর্ণ এবং নৈতিকতা, যৌন অকার্যকারিতা ও বিয়ের আলোচনা বর্জিত। এমনকি

এরূপ গর্হিত, পাপাচরণ থেকে দূরে থাকার শিল্পও এতে থাকে না।

এখানে মূল বিষয় দু'টি। একটি জৈবিক বিষয়, যা বাচ্চাদের বয়ঃসন্ধিকালীন ভয় থেকে তৈরি হয়, যখন তারা তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে ঋতুস্রাব (মেয়েদের ক্ষেত্রে) বা রাত্রিকালীন নির্গমন (ছেলেদের ক্ষেত্রে) সম্পর্কে ধারণা পায় না। আরেকটি বিষয় হলো যৌনসক্ষম তরুণসমাজের অযাচিত গর্ভধারণ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভপাত রোধে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য না দেওয়া। যদিও তথ্য তাদের নিরাপদে থাকতে সাহায্য করে।

কিছু স্কুল সাধারণ প্রজনন জ্ঞানের সাথে সাথে নৈতিক দায়িত্বও শেখায়। আবার কিছু স্কুল সব ধরনের তথ্য দিয়ে থাকে। অনেক স্কুলে যৌনশিক্ষার একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম। আপনার বাচ্চাকে এসব ক্লাস থেকে সরিয়ে আনাটা খুব একটি কাজের কিছু নয়। তবে, এসব বিষয়ে আলোচনা ধর্মীয় শিক্ষার সাথে হতে পারে। কারণ, যৌনতা আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।

বেশিরভাগ যৌনশিক্ষা সুখী ও পরিপূর্ণ বিবাহিত জীবনের ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলে না। এভাবে অনেক দম্পতিই তাদের বিবাহিত জীবন নিয়ে হতাশায় ভোগেন, প্রয়োজনীয় শিক্ষা আর দক্ষতার অভাব বোধ করেন। এদিকে, একটি ভুল ধারণা যেটা মানুষের মধ্যে প্রচলিত তাহলো- 'একজন স্বামী তার স্ত্রীকে শারীরিকভাবে সন্তুষ্ট করতে পারার ব্যাপারটা প্রাকৃতিক'। কীভাবে একটি সুখী দাম্পত্যজীবন গড়ে তোলা যায়, এটিই এ শিক্ষার অন্যতম অংশ। অথচ আমাদের তরুণদের এ বিষয়ে কোথাও কোনো শিক্ষাই দেওয়া হয় না।

যদি আপনার কিশোর সন্তানটি যৌনসক্রিয় থাকে, তাহলে আপনিই হয়তো সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি বিষয়টি জানবেন। কারণ কিশোররা স্পষ্টতই চেষ্টা করবে এটিকে গোপন রাখতে। তাদের নিজেদের মধ্যে একটি গোপন নেটওয়ার্ক আছে, যেখানে তারা নিজেদের সমবয়সীদের কাছ থেকে যা পারে শেখে, অথচ তারা বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিষয়গুলো লুকিয়ে রাখে।

সত্যিকার অর্থে, সন্তোষজনক উত্তর হচ্ছে রাসূল সা.-এর আদর্শ। কারণ পশ্চিমা দেশসমূহে যেভাবে স্কুলগুলোতে যৌনশিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং শেখানো হয়, তাতে

অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থাকে। আমরা স্কুল, টিভি, ইন্টারনেট, সমবয়সীদের কাছ থেকে যেসব সেক্সবিষয়ক তথ্য পেয়ে থাকি তাতে উপকারিতা-অপকারিতা দুই-ই মিশ্রিত থাকে। তাই বাচ্চাদের পথ দেখানোর ব্যাপারে বাবা-মায়েরই দায়িত্ব নিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা

আথার (১৯৯০) দেখিয়েছেন কীভাবে বাচ্চারা স্কুল থেকে নৈতিকতাবিহীন যৌনশিক্ষা এবং মিডিয়া থেকে ভুল তথ্য পাচ্ছে। (দেখুনঃ Sex Education: An Islamic Perspective, edited by Shahid Athar, M.D. http://www. teachislam.com/dmdocuments/33/BOOK/SexEducation) এদিকে, বেশিরভাগ স্কুলে দুই থেকে দ্বাদশ গ্রেডের মধ্যে বাচ্চাদের যৌনশিক্ষা দেওয়ার জন্য বিলিয়ন ডলার খরচ করে। শিক্ষকরা লিঙ্গের প্রায়োগিক দিকগুলি শেখান, যেখানে নৈতিক মূল্যবোধ এবং সঠিক সিদ্ধান্তের বিষয়টি অনুপস্থিত থাকে। শরীরবিদ্যা এবং প্রজনন সম্পর্কিত বিষয়গুলি বর্ণনার পর মূল গুরুত্ব থাকে যৌনরোগ ও কিশোর বয়সে মেয়েদের গর্ভধারণ প্রতিরোধের ওপর। এইডসের উত্থানের সাথে মূল কেন্দ্রবিন্দু থাকে 'নিরাপদ যৌন সম্পর্ক' এর ওপর, যা সাধারণত কনডমের ব্যবহারকে বোঝায়। ট্যাক্সের কিছু ডলার স্কুলে দেওয়া হয় যাতে স্কুলের হেলথ ক্লিনিকে বিনামূল্যে কনডম এবং জন্মনিরোধক সামগ্রী বিলি করা হয়। এমনকি কিছু স্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয়ে কনডম ভেন্ডিং মেশিনে সহজলভ্য।

তবে হতাশাজনক ব্যাপার হলো এ বিষয়ে বাবা-মায়েদের ভূমিকা ক্ষীণ, এমনকি হাস্যকর। যখনি বাচ্চা ছেলেরা তাদের বাবাদের কাছে যৌনতাবিষয়ক কোনো প্রশ্ন করে, বাবারা তাদের সচরাচর থামিয়ে দেন অথবা প্রসঙ্গ বদলে ফেলেন। এতে ছেলেরা

আগন্তুকের কাছ থেকে এ বিষয়ে শেখে। শিক্ষকদের কাছ থেকে শেখা কিছু কুঅভ্যাস ধর্মীয় মূল্যবোধের জায়গা থেকেও অগ্রহণীয়। ড. শাহিদ আথার-এর মতে, কিছু বিভ্রান্ত প্রশিক্ষকদের বিশ্বাস থাকে এ রকম:

১. বাড়িতে নগ্নতা (গোসলের সময় অথবা শোয়ার ঘরে) ছোট শিশুদের (বয়স ৫-এর নিচে) যৌনতার ধারণা দেওয়ার ভালো ও স্বাস্থ্যকর উপায়। এটি তাদের প্রশ্ন করবার সুযোগ করে দেয়। যদিও ১৯৯৭ সালের স্টাডি অনুযায়ী ৭৫ শতাংশ (প্রতি বছরে ৫০০,০০০) বাচ্চারা তাদের পরিচিত গণ্ডিতে নিকটতম আত্মীয়দের দ্বারাই নির্যাতন এবং যৌন নিপীড়নের স্বীকার হয়। (Abel et al. 2001)

২. বাচ্চাদের একে অন্যের প্রাইভেট পার্টস নিয়ে খেলাটা 'নিছক আবিষ্কার' (Naive Exploration) যেটা গ্রহণীয় এবং এজন্য তাদের ভর্ৎসনা বা শাস্তি দেওয়ার দরকার নেই। এ ধরনের প্রশিক্ষকরা আবার ১২ বছরের ছেলেকে দিয়ে ৮ বছরের মেয়ের ধর্ষণের ব্যাপারেও জ্ঞাত। সে কখনো আমাদের জানায় না যে, কখন এ ধরনের 'নিষ্পাপ বা নিছক আবিষ্কার' যৌনতায় রূপ নেয়।

৩. বাচ্চারা নোংরা ম্যাগাজিন পড়া অবস্থায় ধরা পড়লেও তাদের নিজেদের দোষী মনে করার কিছু নেই, বরং বাবা-মায়েরা এ সময় বাচ্চার সাথে তার যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ আর যৌন সুবিধা গ্রহণ সম্পর্কে আলাপ করার একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

এটি একটি অবাক করার মতো উপেক্ষা। কেননা এ ধরনের বেশিরভাগ ম্যাগাজিন এ বার্তা বহন করে যে, নারী একটি পণ্য এবং নারীরা পুরুষদের খেলার সামগ্রী। অপরদিকে, নিজেকে দোষী মনে করাটা কোনো ক্ষতিকর আবেগ নয়, যতক্ষণ না এটি অনুতপ্ত হতে বা সংশোধন করতে কাজ করে। দোষের সাথে সাথে অনুতপ্ত হওয়া (ভুলকে শুধরে নেয়া), বাচ্চাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে শেখায়।

৪. যদি কারো বাচ্চা ইতিমধ্যে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত থাকে, তবে তাকে এটি না করতে বলার চাইতে বাবা-মায়ের নৈতিক

দায়িত্ব তার স্বাস্থ্য ও ক্যারিয়ার রক্ষার জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং গর্ভনিরোধকের ব্যবহার এবং রোগ প্রতিরোধের উপায় বলে দেওয়া। এ ধরনের প্রশিক্ষকরা বোঝে না যে, যৌনবিষয়ক তথ্য দেওয়ার মানে তাদেরকে এ ধরনের অন্যায় কাজে এগিয়ে যাওয়ার সমর্থন দেওয়া। হ্যাঁ, যদি কেউ কোনো ফলের আকার, রং, গন্ধ এবং এটি খেতে কেমন লাগে, সে সম্পর্কে বলে তার মানে এই না যে, এটি খেয়ে দেখতে বলা হচ্ছে!

সত্য না মিথ্যা?

যতই তারা এ ব্যাপারে জানবে, ততই তারা এটি করতে চাইবে!!

বাবা-মায়ের উচিত অনৈতিক যৌন সম্পর্ক নিয়ে উপযুক্ত আলোচনা শুরু করা। এ আলোচনা হতে পারে কমিউনিটির কারো অযাচিত গর্ভধারণ বা কোনো অশালীন বিজ্ঞাপন নিয়ে অথবা কুরুচিপূর্ণ গান বা টিভির অনুষ্ঠান নিয়ে।

আমেরিকার পাবলিক স্কুলগুলির যৌনশিক্ষা, না পেরেছে কিশোরদের যৌনরোগ ও গর্ভধারণ কমাতে, না পেরেছে তাদের যৌন অভ্যাস বদলাতে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে চার্চে যাওয়াও এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারেনি। (Athar 1990)

থাইল্যান্ডের এক নম্বর মৃত্যুর কারণ এখন এইডস

সহকারী জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী সূরাপোং সিউবওং লি (Surapong Suebwong-lee)-এর মতে, দুর্ঘটনা, হার্টের অসুখ এবং ক্যান্সারের চাইতে এইডস এখন থাইল্যান্ডে মৃত্যুর অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও মন্ত্রী সঠিক সংখ্যা নিয়ে আলাপ করেননি। কিন্তু তিনি বলেছেন, এইচআইভি এইডসের সংক্রমণের রিপোর্ট যথাযথভাবে করা হয় না, কারণ গ্রামে আক্রান্তদের আত্মীয়-স্বজন সচরাচর মৃত্যুর সঠিক কারণ রিপোর্ট করতে চায় না।

মালদ্বীপের ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশনের এক মিটিং থেকে ফেরার পর তিনি বলেন, 'কিন্তু আমাদের নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, গ্রাম্য এলাকায় মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ এইডস'। ব্যাংককে অবস্থিত জাতিসংঘের এইডস অফিস জানিয়েছে, এইডসের কারণে ঘটা মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, থাইদের যারা ১০ বছর আগে সংক্রমিত হয়েছিলো, তারা এখন অসুস্থ হতে শুরু করেছে এবং অনেকেই মারা যাচ্ছে। থাইল্যান্ডের ৬০ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে এক মিলিয়নই এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত এবং এদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যে মারা গেছে। (এইডস এডুকেশন গ্লোবাল ইনফরমেশন সিস্টেম ২০০১)

কেন ভিন্ন ধারার প্রফেসর যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করাকে বেছে নিয়েছেন?

মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর একসময় নিচের গল্পটি বলেছিলেন। তার মিশিগানের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া ছেলে একদিন বাড়ি ফিরে এসে বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছিলো কীভাবে তার এক ক্লাসমেট শ্রেণিকক্ষেই এক স্কুলের মেয়ের সাথে যৌনকর্ম করে! এটি সেই প্রফেসরকে তার পাঁচ বাচ্চাসহ গোটা পরিবারকে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে বাধ্য করে! নৈতিকতাবিহীন যৌনশিক্ষা একটি পুরো প্রজন্মকে দায়িত্বজ্ঞানহীন সেক্সে ডুবিয়ে রেখেছে। সমাজে বিদ্যমান সংস্কৃতি যৌনআকর্ষক, সহজলভ্য, আনন্দদায়ক এবং সহজসাধ্য। পরিহার করাটা অনেকের কাছে অস্বাভাবিক, কারণ যৌন উত্তেজক ছবি আর উচ্ছৃঙ্খলতা এখানে মামুলি ব্যাপার।

যুক্তরাষ্ট্রের মা ও মেয়ের উপলব্ধি

টিনেজাররা (১৩ থেকে ১৯ বছর বয়স) যৌন আচরণ সম্পর্কে দ্বিধার ভিতর দিয়ে বড় হচ্ছে। তারা তাদের বাবা-মা আর শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পাচ্ছে না। এ বিষয়ে তারা কী বলে নিচে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

- ১৬ বছরের সেলমা বলে: 'আমি আমার মাকে সেক্স বিষয়ক কিছুই জিজ্ঞাসা করি না। যদি করি, উনি ভাবা শুরু করবেন, কেনো আমি এসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করছি। 'তোমার জানার কী দরকার?' এবং আমাকে তার কারণ বলার জন্য জোর করতে থাকবেন, 'যতক্ষণ না...'
- ১৪ বছরের জুলিয়েট বলে: 'আমার মায়ের ধারণা, অজ্ঞতা সরলতা বজায় রাখে'। তিনি অনেকটা পাগলের মতো হয়ে যান যখন আমি তাকে সেক্স বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি। উনি বলেন, 'সেক্স সম্পর্কে যা যা জানা দরকার, তোমার স্বামীই তোমাকে শেখাবে।'
- ১৮ বছরের লুইস বলে: 'আমি আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। ওদের একজন বলেছে, 'এটি করো না, বিপদে পড়ে যাবে!' অন্যজন বলেছে, 'তরুণ বয়সেই তুমি এটি কর'। ওরা যদি নিজেদের মধ্যেই একমত হতে পারতো! যদি সেক্স আমাদের জন্য ভালো হয়, তাহলে তারা বলুক! আর যদি তা আমাদের জন্য খারাপ হয়, তাহলে তাদের উচিত নয় আমাদের এ ব্যাপারে প্রলুব্ধ করা, উৎসাহী অথবা দ্বিধান্বিত করা।'
- ১৫ বছর বয়সী জসুয়া বলে: 'আমার বাবা সবসময় আমাদের দিক থেকে সততা কামনা করেন। কিন্তু তার সততা লিঙ্গ বিষয়ে এসে আটকে যায়। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে আমার কৌতূহল এসে থমকে যায়।'
- ২২ বছর বয়সী জোনাথন বলে: 'কলেজের ছেলেদের কাছে সেক্স সাবালকত্ব ও পৌরষত্বের একটি প্রতীক। আর মেয়েদের জন্য এটি অজনপ্রিয়তা আর একাকীত্ব ঘোচানোর একটি উপায়।'
- সেক্স সম্পর্কে দ্বন্ধ নিয়ে একজন টিনেজার বলে: 'যদি আমি একটি কমেডি দেখি, আমি হাসি; একটি ট্রাজেডি দেখলে আমি কাঁদি; যা কিছু আমাকে রাগায় আমি চিৎকার করি, কিন্তু কোনো নাটক যদি আমাকে যৌন উত্তেজনা দেয়, তাহলে তখন আমি কী করবো?'

এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, অজ্ঞতার প্রতিষেধকের জন্য এখন প্রয়োজন উপযুক্ত যৌনশিক্ষা। এটিই পারে রাস্তায় আর টিভি-পর্দার ঠিক করে দেওয়া সেক্সের মানদণ্ড আর মূল্যবোধের প্রভাব থেকে সমাজকে দূরে রাখতে।

মূল্যবোধ এবং সেক্স: একাল ও সেকাল

বর্তমানে মানুষের মূল্যবোধে উল্লেখযোগ্য দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছু বাবা-মা ভাবেন এখন সময় এসেছে নতুন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার। তাই, তারা এখন উদ্বিগ্ন যৌন পরিবাহিত রোগ (STDs), অযাচিত গর্ভধারণ এবং মান-সম্মান নিয়ে। তারা আশা করেন উপযুক্ত যৌনশিক্ষা এসব সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

অন্য বাবা-মায়েরা আবার এ ধরনের চিন্তা বাদ দেন। তারা ভাবেন, গর্ভনিরোধক বিয়ে-পূর্ববর্তী যৌনতাকে উৎসাহিত করে। তারা জানেন সমাজ কখনো টিনেজ সেক্স মেনে নেবে না, কারণ এ ধরনের যৌনতা মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক এবং সভ্যতাকে বিপদে ফেলতে পারে। তরুণদের প্রধান দায়িত্ব জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজেদের একজন দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং নিজেদের পারিবারিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। এজন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এগুলি সম্পর্কে চিন্তা বাদ দেওয়া। কেউ কেউ আবার ভাবেন, সেক্স মানেই খারাপ কিছু। কিছু বাবা-মা আছেন যারা ভাবেন যে, লিঙ্গবিষয়ক খোলামেলা আলোচনার মূল্য উদ্দেশ্য সন্তানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শেখানো হলেও হয়তো তা ছেলে-মেয়েদের সেক্স করতে উৎসাহী করে তুলবে। এক বাবা বাচ্চাদের রোল মডেল হওয়া সম্পর্কে বলছেন: ‘যখন আমরা নিজেরা নিজেদেরকে বাচ্চাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে তৈরি করতে পারবো, শুধু তখনি আমরা বাচ্চাদের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার আশা করতে পারি।’

সাহিত্য ও জীবন উভয় জায়গাতে যৌনতার মূল্যবোধ খুব সামান্য পরিমাণেই আছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য দেশে সেক্স গোপন কোনো বিষয় নয়। বর্তমান সমাজে এটি ধরেই নেয়া হয়েছে যে, আকর্ষণকে উন্মোচিত করা হলে তরুণরা তাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে ছেলেরা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে আর মেয়েরা হয় সহজলভ্য। আধুনিক সময়ে ছেলেদের গাড়ি আছে আর মেয়েদের আছে স্বাধীনতা। যখন সর্বাধিক লালসা থাকে সর্বনিম্ন

তত্ত্বাবধানের সাথে, আমরা কীভাবে আশা করতে পারি আমাদের তরুণরা নৈতিকতা মেনে চলবে?

অতীতে মেয়েরা সতীত্ব রক্ষার ব্যাপারে জোর দিতো, তারা

প্রেমিকদের সংস্পর্শে আসলে অল্পই ঘনিষ্ঠ হতে দিতো। যদিও সেটা ছিলো তাদের বিবেক আর সমাজের সাথে সমঝোতার পরিচায়ক। এখন অনেক টিনেজাররাই এ অবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। ছেলেরা এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে; কারণ টিভি, সিনেমা আর ম্যাগাজিন তাদের অতি উত্তেজিত করে রাখে। আর মেয়েরা ক্ষুব্ধ হয়; কারণ এগুলি তাদের উত্ত্যক্তকারীদের লক্ষে পরিণত করায়।

এসব দেশের (উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র) কলেজের মেয়েরা কমই কুমারী থাকতে চায়। যারা থাকে, অনেক ছেলেই তাদের সাথে ডেট করতে চায় না। আর কিছু মেয়েরা তাদের প্রাচীনপন্থী মনে করে। যারা নিজেদের 'বিয়ের জন্য পবিত্র' রাখতে চাওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক, তারা নিজেরদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করে। এরকম অবস্থায় একজন কুমারী তার স্বাভাবিকত্ব নিয়ে সন্ধিহান হওয়া শুরু করে। এ ধরনের প্রলোভনের মুখে কেবল নৈতিকতাই পারে আদর্শ ধরে রাখতে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এরকম পরিবেশে অনেক মেয়েই প্রয়োজনে নয়; বরং চাপে পড়ে সেক্স করে থাকে। অতীতে অনেক মেয়েই সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা করতো গর্ভধারণের ভয়ে। এখন এ অজুহাতও চলে গেছে। গর্ভনিরোধক এখন সুপারমার্কেটে বিক্রি হয়, জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল সহজেই পাওয়া যায়। কিছু স্কুল, এমনকি সেসব দেশের চার্চও ফ্রি কনডম বিলি করে।

এক কলেজ পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে, ১৮ বছরের জাসন

তার বাবাকে জীবন ও ভালোবাসা সম্পর্কে বলছে: 'আমি ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে আসল পার্থক্য বের করতে পেরেছি। মেয়েরা সেক্সকে ভালোবাসা পাওয়ার উপায় হিসেবে নেয়। আর ছেলেরা ভালোবাসাকে, সেক্স করার একটি উপায় হিসেবে নেয়। আমার জীবনদর্শন হচ্ছে ভালোবাসো আর ত্যাগ করো'। ছেলেটির বাবা জিজ্ঞেস করলো, 'সেইসব মেয়েদের কি হবে যখন তুমি কিংবা অন্যরা এ মেয়েদের ভালোবাসার পর ত্যাগ করবে?' 'ওটা আমার ভাববার বিষয় নয়, আমি বরং এটি নিয়ে না ভাবারই চেষ্টা করবো'।

বাবা উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, ভাবার চেষ্টা করো। প্রাচ্যে বলা হয়ে থাকে, যদি তুমি একজনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারো তাহলে তুমি তার জীবনের জন্যও দায়ী। যদি তুমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসায় প্রলুব্ধ করো, তাহলে তুমি তার অনুভূতির জন্যও দায়ী থাকবে'।

জাসনের বাবা কিছু মূলনীতি তুলে ধরলেন: সততা এবং দায়িত্ববোধ মানুষের সব সম্পর্কেই থাকে। সব পরিবেশে, হোক সরল কিংবা জটিল, সামাজিক বা জৈবিক, প্রয়োজন ব্যক্তিগত সততা এবং দায়বদ্ধতা।

কেনো যৌনশিক্ষা? এটি কি শেখানো উচিত?

টিনেজাররা যৌনতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী থাকে। অনেক সময় অস্বস্তিতে ভোগে; এমনকি হতবুদ্ধিও হয়ে যায় এবং তারা বাস্তব ও ব্যক্তিগত উত্তর জানতে চায়। যৌনতা সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ পেলে তারা খোলামেলা কথা বলতে পছন্দ করে। তারা এর আদর্শ, অর্থ আর বিভিন্ন কিছুর মানে জানতে চায়।

প্রশ্ন হলো: টিনেজারদের সাথে কি যৌন বিষয়ে কথা বলা উচিত? প্রায়ই এ ব্যাপারটা আমাদের মাথায় অনেক দেরিতে আসে, যখন এরই মধ্যে তারা ইন্টারনেট, খেলার মাঠ আর রাস্তা থেকে যৌনতা সম্পর্কে ভুল শেখে। এদিকে বই, ছবি, টিভি, পর্ণের মাধ্যমে বাচ্চারা যৌনতার সাথে পরিচিত হয় যেগুলি প্রায়শই ভুল, কুরুচিপূর্ণ আর অশ্লীল হয়। আবার অকালপক্ব সমবয়সীরা ইচ্ছাপূর্বক নিজেদের বা কাল্পনিক অভিজ্ঞতা শেয়ার করে থাকে। অথচ দুঃখজনক যে, কেবল বাবা-মা এবং শিক্ষকরাই সঠিক তথ্য উপযুক্ত সময়ে বলতে দ্বিধা বোধ করেন।

সেক্স এডুকেশনের দু'টি ভাগ আছে: তথ্য আর মূল্যবোধ। মূল্যবোধ শেখার উত্তম জায়গা হলো বাসা। কারণ,

অভিজ্ঞরা ভালো তথ্য দিতে পারেন। এদিকে সেক্স বিষয়ক সব প্রশ্ন জানার আগ্রহ থেকে আসে না। কিছু বাচ্চারা তাদের বাবা-মাকে লজ্জায় ফেলতেই এমন সব প্রশ্ন করে, যেসব উত্তেজক প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা তত জরুরি না। আবার বাবা-মায়েরা সবসময় সেক্স বিষয়ে বলতে অকপট, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন কিংবা সব বিষয়ে জানবেন তাও কিন্তু না। তাই সঠিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রদান করা উচিত এবং প্রশ্নের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেয়া উচিত। বাবা-মায়েদের উচিত স্কুল কিংবা স্কুলের বাইরে বিশেষত গির্জা, মসজিদ এবং কমিউনিটি সেন্টারে সেক্স বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণে টিনেজারদের উৎসাহ যোগানো। নির্ভুল ও সৎ উদ্দেশ্যে দেওয়া তথ্য খারাপ দিকগুলি কমাতে পারে এবং বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে বিশ্বাস বাড়াতে পারে। বয়স্করা তরুণদের মধ্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে, এবং তরুণরা বুঝতে পারে যে, বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বড়রা সত্যিই তাদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের সাথে শেয়ার করেন।

অন্যদিকে, কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, বাচ্চাদের এগুলি শেখানোর কী প্রয়োজন? আপনার কি একটি হাঁসের বাচ্চাকে সাঁতার শেখাবার দরকার আছে, নাকি একে কেবল পানিতে ছেড়ে দেওয়াই যথেষ্ট? হাজার বছর ধরে পুরুষ আর নারী কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ছাড়াই যৌনমিলন করে আসছে। অনেক ঐতিহ্যগত সমাজে যৌনতা শুরু হয় ভুল করা আর ঠিক করার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে অনেক সন্তান থাকাটাই ভালোবাসার প্রমাণ নয়। তাই, উপযুক্ত আর স্বাস্থ্যকর সেক্স এডুকেশন একটি সুখী দাম্পত্যজীবন নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই দরকার।

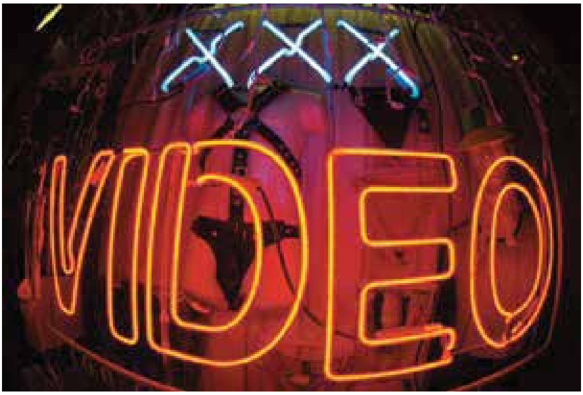

এখন কথা হলো, সন্তানদের যৌনশিক্ষা দেবে কে? মূলত এক্ষেত্রে সবারই নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। বাবা-মায়ের যেসব বিষয় জানা দরকার তা নিয়ে সচেতন থাকা এবং দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত। বাবার যেমন ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা উচিত, মায়ের উচিত মেয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা। আমরা সেক্স এডুকেশনের জন্য কেবল স্কুল আর মিডিয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে পারি না। আমাদের উচিত নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে তাদের সামনে এটি তুলে ধরা। শিক্ষক, পারিবারিক ডাক্তার, শিশু বিশেষজ্ঞ, সঠিক তথ্য জানা ইমাম, কিংবা অন্য ধর্মের গুরুরা এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারেন। তাছাড়া একটি পরিবারের ভিতর বড় বোনরা ছোট বোনদের প্রতি এবং বড় ভাইয়েরা ছোট ভাইদের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে পারে।

যৌনশিক্ষা বাদ দেওয়াটা এখন আর কোনো বিকল্প নয়। আমাদের অবশ্যই বাস্তববাদী হতে হবে। যেসব বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের এটি থেকে দূরে রাখতে চান, তারা বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন। তাদের বাচ্চাদের অবশ্যই এমন একজন নৈতিক, দায়িত্ববান মানুষের কাছ থেকে শেখা উচিত, যিনি তাদের যাবতীয় সন্দেহ এবং পরিবেশের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব থেকে দূরে রাখবেন।

আল-কুরআন এবং আমাদের রাসূল সা. যৌনতা বিষয়ে পরিষ্কার এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। মূলত এটি কোনো বাজে বিষয় নয়, বরং মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কুরআন উপযুক্ত ভাষায় প্রজনন, জন্মদান, পারিবারিক জীবন, ঋতুস্রাব এবং বীর্যপাত সম্পর্কে আলোচনা করেছে। আমাদের রাসূল সা. সাহাবিদের সাথে যৌনজীবন নিয়ে সম্মানজনক আলোচনা করেছেন। এদিকে, মুসলিম বাবা-মায়েরা সেক্স নিয়ে বাচ্চাদের সাথে আলাপ না করার একটি কারণ হলো তাদের নিজেদের বেড়ে ওঠার ধরন। আসলে বাবা-মায়েরা সেক্সের ব্যাপারে ভালো জানেন না অথবা তারা এ ব্যাপারে বলতে স্বাচ্ছন্দ্য নন।

বাচ্চাদের কী শেখাতে হবে?

অনেক বাবা-মা তাদের মেয়েদের মাসিক এবং তাদের ছেলেদের প্রথম রাত্রিকালীন নির্গমনের (Nocturnal emission) জন্য প্রস্তুত করে থাকেন। আবার কিছু বাবা-মা তা করেন না, এতে টিনেজাররা ভয় পেয়ে যায়। যেকোনো অপ্রত্যাশিত নির্গমন বা রক্তপাতে তারা ভাবে যে, এটি কোনো অসুখ বা ক্ষতির জন্য হচ্ছে

এবং হস্তমৈথুনের (Masturbation) জন্য হলে তারা এতে চিন্তিত হয় ও নিজেদের দোষী ভাবতে থাকে। অধিক রক্তপাত বা বীর্যপাত হলে তারা ভাবে যে, তাদের শরীরের ভিতরে কোনো ক্ষতি হয়ে গেছে। তারা এতোই লজ্জিত হয় যে, এ বিষয়ে কথা বলতে ভয় পায়। একবার এক বাচ্চা মেয়ে তার মাসিকের রক্ত, মুখ মুছার রুমাল দিয়ে থামাতে চেষ্টা করছিলো আর ভাবছিলো তার হয়তো কোনো অসুখ করেছে এবং সে এতোই ভয় পেয়েছে যে, কাউকে এটি জানাতেও ভয় পাচ্ছিলো। অবশেষে তার এক শিক্ষক রক্তমাখা কাপড় দেখতে পেয়ে তাকে সাহায্য করেন। পরবর্তীতে তার মা দেখবার আগেই সে কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছিলো।

কিছু মায়ের পিরিয়ড সম্পর্কে ভুল ধারণা তাদের মেয়েদের বলার আগেই বদলানো দরকার। অপরদিকে ছেলেদের জন্য এ সম্পর্কে জানাটা উপকারী। এটি পরবর্তীতে একজন তরুণকে তার স্ত্রীর ব্যথাজনিত কষ্ট, মাসিকপূর্ব টেনশন অথবা বদমেজাজের কারণ বুঝতে সাহায্য করবে। পুরো ব্যাপারটাকে নোংরা

আর লজ্জার মনে করার বা এসময় মেয়েদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করার কিছুই নেই।

যৌন অপব্যবহার! এটি কতটা ভয়াবহ?

ইসলামে বিয়ে বহির্ভূত যেকোনো শারীরিক মিলন (যিনা) এক ধরনের নৈতিক ও ধর্মীয় অবমাননার বিষয়। কেউ কেউ তর্ক করে থাকেন যে, অবৈধ সম্পর্কের ফলস্বরূপ কোনো জারজ বা অবৈধ সন্তান জন্মালে তখন এটি মানুষ হত্যা অপরাধের পর্যায়ে চলে যায়। পরিবার এবং সমাজে ব্যভিচার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যভিচারের ফলাফল দেখা যেতে পারে অসুস্থতায়, গর্ভপাতে, প্রতিবন্ধী শিশুতে (যদি STD গর্ভবতী মায়ের শরীরে প্রবেশ করে), অবৈধ শিশু, একক বাবা-মায়ের পরিবার, বাবা-মায়ের বিচ্ছেদসম্পন্ন পরিবার, বংশ নির্ধারণে সমস্যা, বিশ্বাস ভঙ্গকরণ অথবা পতিতাবৃত্তিতে।

ব্যভিচার মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও সম্মানকে সস্তা করে ফেলে। ব্যভিচার বা যিনা হচ্ছে ইহকাল ও পরকাল উভয় জায়গায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলাম ব্যভিচার বা যিনাকে ব্যক্তিগত পাপ হিসেবে দেখে না, বরং এটিকে দেখে গোটা সমাজের বিপক্ষে। যদি এগুলি গ্রহণীয় হয়, তাহলে তা একসময় পরিবার থেকে শুরু করে গোটা সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে দেবে। অবশ্য কুরআনে যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি প্রকাশ্যে ১০০ বেত্রাঘাত করা। অতীতে সমাজে ব্যভিচারের প্রকোপ এতই বেশি ছিলো যে, তখন পাথর ছুঁড়ে মারার মতো শাস্তির দরকার ছিলো (The Bible, Deut. 22:23-24)। পাথর ছুড়ে মারার ব্যাপারে স্কলারদের দ্বিমত রয়েছে। জটিল ও অসম্মানজনক ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হলে তা প্রমাণ করতে চারজন পূর্ণ বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিম সাক্ষী প্রয়োজন, যারা আদালতে উক্ত ব্যভিচারের খুঁটিনাটি সাক্ষ্য দেবে। চারজন সাক্ষীর উপস্থিতি এজন্য যে, যাতে একই সাথে সন্দেহভাজনদের গোপনীয়তা এবং সম্মান রক্ষা করা হয় এবং যিনা বা ব্যভিচার যে একটি সামাজিক সমস্যা তা তুলে ধরা। যতক্ষণ না চারজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী সাক্ষ্য দিচ্ছেন ততক্ষণ যে কেউই নির্দোষ। বিশ্বাসভাজন চারজনের চেয়ে কম সাক্ষ্য বৈধ নয়। তাই ক্ষেত্রবিশেষে বিচারকগণ ডিএনএ (DNA) পরীক্ষা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। চারজন বা তার চেয়ে বেশি লোকের সামনে ব্যভিচার করা কেবল গোপনে কামনা চারিতার্থ করাই নয়, বরং তা সমাজে পাপের প্রসার ঘটায়।

একইসাথে ব্যভিচার বলতে গেলে বৈবাহিক চুক্তির ভঙ্গকরণ। দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক বিয়ে দুই বছরের মাথায় ভেঙে যাওয়ার পিছনে প্রধান কারণ স্বামী বা স্ত্রীর বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্ক। আসলে অনেক মানুষ কুরআন কিংবা বাইবেল মানেন না। বাইবেলে বলা আছে, 'ব্যভিচার করো না' এবং কুরআনে আছে, 'ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না'। এটি যে শুধু অবৈধ তা নয়, বরং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হওয়ার যাবতীয় উপায় (ডেটিং, উত্তেজক পোশাক, নগ্নতা, অশ্লীলতা এবং পর্নগ্রাফি) এর অন্তর্গত। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নির্ধারিত পোশাক মানুষের যাবতীয় অন্যায় আকর্ষণ ও কামনা থেকে তাদের সুরক্ষা করে। তবে কিছু পুরুষ তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং সাংঘাতিক পাপ করে বসে, যেমন: ধর্ষণ!

যৌনতার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কথার চেয়েও বেশি কার্যকর। এবার আমাদের বুঝতে হবে, সমাজে যৌনতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী? নৈতিকতা বলতেই বা কী বোঝায়? লক্ষণীয়, আমাদের সমাজে নৈতিকতার ক্ষেত্রে রোল মডেলের অভাব আছে। চিন্তাশীল টিনেজাররা প্রচলিত সামাজিক প্রথায় উদ্বিগ্ন হয়, যেমন বলা হয়ে থাকে, সমাজ যৌনতায় আবিষ্ট আর টাকাই সবকিছু। শুধু মজা পাওয়া আর মুনাফা লাভের জন্য, সেক্স উঠে আসে সিনেমায়, দেখানো হয় বিলবোর্ডে, আর ব্যবহৃত হয় বিজ্ঞাপনের প্রলুব্ধকরণে। আবার অন্যদিকে এটিও বলা হয় যে, সমাজ প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্ক মেনে নেবে না। এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করে দ্বন্দ্ব আর স্নায়ুচাপ। এভাবে সমাজে যদি ক্রমাগত চাপ তৈরি হতে থাকে, এটি কোনোভাবেই ব্যক্তিগত নষ্টামিকে

এড়াতে পারবে না। অনেক তরুণরাই 'মুক্ত' চিন্তায় বিশ্বাসী যে, ভালোবাসার অঙ্গীকার ছাড়াই যে, কারো সাথেই সেক্স হতে পারে; যা বৈপরিত্য সৃষ্টি করে, এমনকি বিয়ে বিচ্ছেদও ঘটায়।

১৯ বছর বয়সী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের তরুণী নাটালির অনুভূতি:
(Faber and Mazlish 1982):

> **আমার বাবা-মা আর আমার মধ্যে এমন সম্পর্ক যে, যেখানে কোনো গভীরতম প্রশ্ন কিংবা তার সঠিক উত্তর নেই। তারা আসলেই জানতে চান না যে, কী হচ্ছে? আর আমিও তাদের বলতে পারি না। প্রথাগত নৈতিকতায় আমি একটি ভালো মেয়েই ছিলাম। এ অবস্থায় আমাকে সহৃদয়তার সাথে ভালোবাসতে পারে এমন একজনকে খুঁজে বের করা আমার জন্য কঠিন ছিলো। আমি ডেট করতে পছন্দ করতাম। প্রথম কয়েকবার দেখা করা ভালোই ছিলো। এটি ধরেই নেয়া হয় যে, তুমি তার সাথে বিছানায় যাবে। আর তারা বলেও, 'যদি তুমি তা করো, গোটা দুনিয়া তোমার সাথে হাঁসবে, আনন্দ করবে আর না করলে নিজেই পস্তাবে।' সুতরাং আমি সৎ থাকতাম আর কাঁদতাম।**

ভয়াবহ ব্যাপার হলো কিছু বাচ্চা সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে এইডস, মাদক, সহিংসতা সমস্যা আছে। এগুলির কোনোটাই দূর করা যাবে না, যতক্ষণ না স্কুলগুলিতে উত্তম চরিত্র গড়ে তোলার বিষয়টি শেখানো হয়। স্কুলের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী অবশ্যই এমন একটি নৈতিক পরিবেশ গড়ে ওঠা উচিত, যা বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানের পরিপূরক হবে। যেসব স্কুল সদগুণাবলির প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে উৎসাহ যোগায়, তারা চিকিৎসক, উপদেষ্টা, পুলিশ এবং সমাজকর্মীদের চেয়েও একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলায় অধিক সহায়ক।

বর্তমান তরুণদের মধ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিম্নোক্ত ধারাবাহিকতা দেখা যায়: (পাশ্চাত্য সমাজ)

ছেলেবন্ধু-মেয়েবন্ধু ➡ আকর্ষণ ও প্রলোভন ➡ বিয়ে পূর্ববর্তী শারীরিক সম্পর্ক ➡ কৌমার্য ও সম্মানহানি ➡ অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ➡ (গর্ভপাত বা জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ অথবা পিতৃপরিচয়হীন সন্তান দত্তক দেওয়া) ➡ দারিদ্র্য এবং দুর্ভোগ ➡ পারিবারিক বন্ধন ছিন্নকরণ ➡ অসুখ-বিসুখ ➡ মৃত্যু!

যে ব্যক্তি বাছবিচারহীন সেক্সে লিপ্ত থাকে, তার সহজেই গনোরিয়া, সিফিলিস, হার্পিস অথবা এইডসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে, এমনকি সে তার নির্দোষ স্বামী বা স্ত্রীকে সংক্রমিত করতে পারে। সেই স্ত্রী যদি গর্ভধারণ করেন, তাহলে তার মাধ্যমে শিশুটিও সংক্রমিত হতে পারে। শিশুটি অন্ধ বা প্রতিবন্ধীও হতে পারে। এইডসের সংস্পর্শে আসা পুরুষটি তার নিজের, এমনকি স্ত্রী ও সন্তানদের মৃত্যুর জন্যও দায়ী!

ব্যভিচার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যখন এর সাথে শিশুরা জড়িত থাকে। একজন পুরুষ শিশুর জন্মের জন্য দায়ী থাকলেও আইনানুগভাবে শিশুর মাকে বিয়ে না করলে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করতে পারে। এর মাধ্যমে সে শিশুটিকে একটি নিরাপদ, সম্মানজনক ও স্বস্তির বাসস্থানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে। একইভাবে নারীটিও তার স্বামী ছাড়া অন্য কারো সাথে সেক্স করার জন্য গর্ভবতী হয়ে পড়তে পারে। সে সবার কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতে পারলেও বিবেকের কাছ থেকে লুকাতে পারবে না। আর শিশুটির পক্ষেও কখনো জানা সম্ভব না তার আসল বাবা কে, আর আত্মীয়রাই বা কে। আসল বাবাটিরও কখনো শিশুটির সামনে বাবার ভূমিকায় আসতে পারে না, এতে যেমন মহিলাটির স্বামী প্রতারিত হয় এবং তেমনি সে এমন একটি শিশুর দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়, যেটি তার নিজের নয়। নারীটি এরকম প্রতারণাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে পরিবারের সবার অধিকার হরণ করে। এ প্রতারিত বাবা এবং শিশুটি যেকোনো সময় ব্লাড ম্যাচিং অথবা ডিএনএ (DNA) পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যটি আবিষ্কার করে ফেলতে পারে। এদিকে নারীটি এইডস ও অন্য জীবনবিধ্বংসী রোগে জড়িয়ে পড়তে পারে, এমনকি তার স্বামী ও সন্তানদেরও আক্রান্ত করতে পারে। সাধারণত যেসব বিবাহিত মানুষের বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্ক থাকে, আগে কিংবা পরে তা বের হয়ে পড়ে, যা পরবর্তীতে আরো বিপদ এমনকি বিয়ে-বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটায়। যেটি সন্তান, পরিবার ও সামাজের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক *শারিআহ* পরিচালিত আদালত করতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে হয় না এবং করার চেষ্টাও করা উচিত নয়। বরং উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণসহ কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু বাবা মেজাজ হারিয়ে ফেলেন এবং সম্মান রক্ষার খাতিরে গর্ভবতী হয়ে

পড়া কন্যাদেরকে তাদের প্রেমিকসহ মেরেও ফেলেন। এ ধরনের কিছু হত্যা 'সম্মান রক্ষার্থে হত্যা' (Honor killing) নামে পরিচিত, তবে দেখা যায়, এক্ষেত্রে প্রেমিকরা স্বাধীনতা পায় আর সচরাচর পালিয়ে যায়।

টিনেজাররা তাদের সমবয়সী এবং মিডিয়ার কাছ থেকে বেশ চাপে থাকে। যদি তারা তাদের বিবেককে প্রাধান্য দিতো, তাহলে এ সমস্যাগুলি থেকে দূরে থাকতে পারতো। অবিবাহিত তরুণরা যারা বিয়ের আগেই যৌনমিলন করে থাকে, তারা একসময় বুঝতে পারে (যদিও বেশ দেরি হয়ে যায়) যে, এটি কোনো কাজের কাজ ছিলো না। কিছু সময়ের মজার জন্য সারাজীবন দুর্ভোগ আর কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এটিই হয়তো তাদের জীবনে নেয়া সবচাইতে বাজে সিদ্ধান্ত। ফলে, শেষ বিচারের দিনেও তাদের কাজের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে উত্তর দেওয়ার কিছু থাকবে না।

ব্যভিচার বা যিনার শাস্তির আইনের পিছনে যৌক্তিকতা

আধুনিক যুগে ব্যভিচার বা যিনার জন্য শাস্তির ব্যাপারটা অদ্ভুত শোনালেও, ইসলামে এটি আছে; আর কীভাবে এটি মানুষের জীবন ও সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা বেশ পরিষ্কার। এ বিষয়ে মানব-প্রকৃতির গভীর পর্যালোচনা দরকার। এক্ষেত্রে আমাদের চারটা উপাদানের দিকে লক্ষ করা উচিত: সৃষ্টিকর্তার বাণী, যুক্তি, প্রকৃতি আর কাজ।

শাস্তিমূলক আইনের মূল লক্ষ্য হলো সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু যদি অপরাধ পার্থিব সম্পদ কিংবা মানুষ খুনের সাথে জড়িত থাকে, তবে এক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুযায়ী কেবল দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, যদি অপরাধটি ব্যভিচারের সাথে জড়িত হয়, তখন চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। কেন? কারণ, এক্ষেত্রে বিষয়টি ব্যক্তিগত পাপের সাথেই কেবল জড়িত নয়, বরং এ পাপগুলি প্রকাশ্যে করা, সমাজের অন্য মানুষদের প্রভাবিত করে, অর্থাৎ কমপক্ষে অন্তত চারজন মানুষের সম্মুক্ষে। প্রকাশ্যে এগুলি করা হলে সমাজে পাপ ও অন্যায় ছড়ায়।

অন্যায় দমন করা আর নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা করার মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত। গোপনে মানুষের কামনা চরিতার্থ করা আর জনসম্মুখে পাপ ছড়িয়ে সম্মান ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুক্ষীণ করার মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। একটি দৃষ্টান্তমূলক

উদাহরণ হলো, 'উমর ইবন আল-খাত্তাব, যিনি একবার একটি বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে লোকজন গান গাচ্ছিলো আর মদ পান করছিলো। তিনি বাড়ির দেয়াল বেয়ে উঠলেন দেখার জন্য। যদিও তিনি চাচ্ছিলেন তাদের শাস্তি দিতে, কিন্তু ওই বাড়িতে অবস্থিত লোকেরা বলছিলো, খলিফার কোনো অধিকার নেই অন্যের দেয়াল বেয়ে উঠে গোয়েন্দাগিরি করার। তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন আর তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে যদি চারজনের কম সাক্ষী হয়, তাহলে তারা কি দেখলো তাদের কিছুই বলা উচিত নয়, নয়তো সমাজে পরনিন্দা আর কুৎসা রটানোর দায়ে উল্টো তাদেরই শাস্তি হবে। ইসলাম অনাচার ও পাপের প্রসার ঘটাতে দেয় না। কারণ এগুলি যত বেশি হতে থাকবে, মানুষ ততই এগুলির সাথে অভ্যস্ত হতে থাকবে এবং সমাজে এগুলির গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে যাবে।

সেক্সের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রোগ (STD- Sexually Transmitted Diseases)

টিনেজারদের, শুধু চুমু খাওয়া থেকে 'মোনো' (Mononucleosis) নামে একধরনের রোগ হতে পারে। এতে লিভার আক্রান্ত হয় এবং সেরে উঠার জন্য বেশ কয়েক সপ্তাহের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সেক্সের মাধ্যমে ছড়ানো অন্য রোগগুলি হলো:

- গনোরিয়া, যা মানুষকে বন্ধ্যা করে ফেলে (সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা)
- জেনিটাল হার্পিস, যাতে মানুষের প্রজনন অঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথাযুক্ত ফোস্কার সৃষ্টি করে এবং যা কিছুদিন পরপর সারাজীবনই একজন মানুষকে ভোগ করতে হয়।
- সিফিলিস, যা মানুষের শরীরের বেশিরভাগ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নষ্ট করে ফেলে।
- এইডস, যা ধীরে ধীরে মানুষকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। এন্টি-রিট্রোভাইরাল ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা, এইডসের আক্রমণকে কয়েক দশক পর্যন্ত পিছিয়ে রাখতে পারে।

একে অন্যের প্রতি সৎ থাকা বিবাহিত দম্পতিরা এবং যারা নিজেদের বাইরে অন্য কারো সাথে শারীরিক সম্পর্কে যান না, তারা এসব সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসেন না। যৌন পরিবাহিত রোগগুলি (STD) হয় অধিক শয্যাসঙ্গী বিশিষ্ট অবিবাহিত

ব্যক্তিদের অথবা স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী বিবাহিতদের যারা গোপনে অন্যদের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়। ১৯৪০ সালে পরিচিত যৌন পরিবাহিত রোগের মধ্যে ছিলো সিফিলিস ও গনোরিয়া। এখন অনেক নতুন রোগের উদ্ভব হচ্ছে যেগুলির চিকিৎসা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এইডস এবং হার্পিসের জন্য এখনো কোনো প্রতিষেধক বের হয় নি।

রাসূল সা. বলেছেন:

'যখন কোনো সমাজে যৌন বিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তা লোকের কাছে সমাদৃত হয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে প্লেগ ও অন্য রোগসমূহের প্রসার ঘটে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে অপরিচিত ছিলো।'

(ইবন মাজাহ্)

বিয়ে-পূর্ববর্তী যৌনতার কারণে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিপদসমূহের মধ্যে রয়েছে যৌনতার কারণে সৃষ্ট ক্ষত জরায়ু ক্যান্সার এবং অনাকাঙ্ক্ষিত টিনেজ গর্ভধারণ।

যৌনাঙ্গসমূহ সেক্স করবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ পরিণত না হলে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিছু যৌন সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতির আবার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আছে। এদিকে, কম বয়সে একাধিক যৌনসঙ্গী থাকাটা জরায়ু ক্যান্সারের কারণ বলে বিবেচিত হয়।

১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌনতার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটার পর থেকে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। শুধু ১৯৮৫ সালে ১০ মিলিয়ন ক্ল্যামাইডিয়া, ২ মিলিয়ন গনোরিয়া, ১ মিলিয়ন ভেনেরিয়াল ওয়ার্টস, জেনিটাল হার্পিসের ঘটনা ঘটে প্রায় অর্ধ মিলিয়নের মতো, সিফিলিস রোগ ধরা পড়ে ৯০,০০০-এর মতো। এইডস রোগের প্রাদুর্ভাবও ভয় বাড়িয়ে তোলে।

জরায়ু ক্যান্সারের ঝুঁকির কারণের মধ্যে রয়েছে: একাধিক শয্যা সঙ্গী থাকা এবং ধূমপান। বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকা নারীদের নিয়মিত প্যাপ টেস্ট (Pap tests) করা উচিত। (যুক্তরাজ্যের ক্যান্সার গবেষণা অনুযায়ী)

যুক্তরাষ্ট্রে অন্য যেকোনো উন্নত দেশসমূহের তুলনায় নিরাময়যোগ্য STD-র ঝুঁকির সম্ভবনা অনেক বেশি থাকে। ১২ মিলিয়নেরও বেশি লোক যার অন্তত ৩ মিলিয়ন টিনেজার প্রতি বছর সংক্রমিত হয়। (ইনস্টিটিউট অব মেডিসিন ১৯৯৭)

ছেলেবন্ধু-মেয়েবন্ধু সম্পর্ক

খুব ছোট বয়সে বাচ্চারা কার সাথে খেলছে সেটি নিয়ে ততটা ভাবে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ৮ বছর বয়স থেকে ছেলে বাচ্চারা ছেলেদের সাথে এবং মেয়ে বাচ্চারা মেয়েদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। বাচ্চারা বেশিরভাগ সময়ে তাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু বেছে নেয় ১০-১২ বছর বয়সের মধ্যে, এবং বয়ঃসন্ধিকালীন পুরোটাতে তা ধরে রাখে (D'Oyen 1996)। যখন একজন পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক হয়, অন্য পুরুষদের সাথে তার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি পরিবারের সবকিছু ভালো থাকে, তাহলে তার বাবা, ভাই, চাচা এবং কাজিনদের সাথে, আর পরবর্তীতে তার বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একজন বিবাহিত নারী, অন্য নারী যেমন তার মা, বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী অথবা অন্য নারীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

সরল বন্ধুত্বগুলি ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো যতক্ষণ না তারা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ থাকে। একজন ছেলে বা মেয়ের উচিত নয় তাদের নিকটতম সম্পর্কের কারো সাথে বা মাহরাম (যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না) নয় এমন কারো সাথে একাকী একান্তে কোনো জায়গায় অধিক সময় ব্যয় করা। তাদের বিনয়ী হতে হবে, পোশাক-আশাক ও ব্যবহারে লজ্জাবোধ থাকতে হবে এবং কথাবার্তা মার্জিত হতে হবে। ডেটিং এবং ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব এগুলির অনেক সমাজে ব্যাপক প্রচলন থাকলেও ইসলামে গ্রহণীয় নয়। তবে পারিবারিক মিলনমেলায়, মসজিদের বিভিন্ন কাজে, সৌজন্য সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে প্রচুর সুযোগ থাকে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শালীনতা বজায় রেখে মতামত বিনিময় করার এবং ভালো সময় কাটানোর।

অনেক সমাজে ছেলে এবং মেয়েদের একত্রে বাইরে বেড়ানো, ডেটিং, বিয়ের আগেই একাধিক ছেলে ও মেয়ে বন্ধু বজায় রাখা সাধারণ বিষয়। তারা ভুলবশত বিশ্বাস করে যে, বিয়ের আগের যৌনসম্পর্ক, তাদের একটি ভালো বিয়ের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। অথবা তারা ভাবে যে, উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার আগে একাধিক সঙ্গী পরীক্ষা করে দেখা দরকার। অথবা তারা কখনো শুধু 'মজা করার' জন্য এরকম করে। কখনো কখনো তারা বিয়ে ছাড়াই স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করে; যাকে বলা হয় 'লিভিং টুগেদার'। এমনকি তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সন্তান নিতে পারে বা কখনো বিয়ে না করার সিদ্ধান্তও নিতে পারে।

ভয়ানক সব সমস্যা তৈরি করে বলে অনেক ধর্মে এ ধরনের আচরণ নিষিদ্ধ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক তরুণ আবার এগুলির ব্যাপারে চাপ অনুভব করে, যে কারণে এটি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন, সিনেমা, ইন্টারনেট এবং স্কুলের বই ক্রমাগত লোকজনকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে থাকে যে, ছেলে বা মেয়েবন্ধু না থাকা মানে তাদের মধ্যে সমস্যা আছে। ৯ বছর বয়সী বাচ্চাদের মতো কিছু স্কুলের বাচ্চারা বড়দের মতো বিপরীত লিঙ্গের সাথে কিছু করে গর্ব করার চেষ্টা করে। আর যেসব বাচ্চারা তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে না, তাদের সেকেলে (old-fashion) অথবা বোকা প্রমাণে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু বড় হয়ে এসব বাচ্চাদের কী হবে?

যেসব তরুণরা কম বয়সে বিপরীত লিঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তারা অনেকেই বিভিন্ন সমস্যাসঙ্কুল পরিবার থেকে আসা। হয় তাদের বাবা-মা তালাকপ্রাপ্ত অথবা বাড়িতে ভালোবাসা বা মনোযোগের অভাব। তাই তারা বন্ধুত্বের জন্যে বিপরীত লিঙ্গের এমন মানুষ খুঁজে বেড়ায়, যারা তাদের চুমু খাবে, স্পর্শ করবে এবং সঙ্গ দেবে। তবে এটি বিপদজনক, কারণ তাদের এরকম অনুভূতি যেকোনো সময় আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে এবং তাদের প্রস্তুতির আগেই শারীরিক সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা তাদের সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলবে।

একজন মুসলিমের দৃষ্টিতে ছেলেবন্ধু অথবা মেয়েবন্ধু থাকা তরুণসমাজ যেনো পুনঃব্যবহৃত কাপড়ের (Second-hand clothing) মতোই 'ব্যবহৃত'। বিয়ের আগেই শারীরিক

সম্পর্কের কারণে তারা কুমারীত্ব বা সতীত্ব হারায়। পৃথিবীর অনেক গতানুগতিক সংস্কৃতিতে বিয়ের সময় সতীত্বকে (বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়) গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যেসব মেয়ে এ ব্যাপারে উদাসীন থাকে তারা সম্মান হারায় এবং ভালো স্বামী খুঁজে পেতে সমস্যায় পড়ে যায়। পক্ষান্তরে, ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়েরই আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সতীত্ব রক্ষার প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সংস্কৃতিতে অনেক বাবা-মায়েরাই এমন তরুণের কাছে তাদের মেয়ে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন, যে কি না বহুগামী এবং যার অনেক মেয়েবন্ধু আছে। এরকম পুরুষ খুব সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হয়ে যেতে পারে এবং অন্য নারীর জন্য স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে পারে; অথবা সে তার স্ত্রীকে যথার্থ সম্মান দিতে পারবে না বা ভালো ব্যবহার করতে পারে না।

যেহেতু নিরোধক সবসময় কার্যকর হয় না, শারীরিক মিলনের ফলে গর্ভধারণ হতে পারে। ব্যভিচারের ফলে যদি কোনো মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তবে তা তার নিজের ও বাচ্চাটির জন্য বিপদ এবং পরিবারের জন্য অসম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাতৃত্ব এমন একটি অসাধারণ দায়িত্ব, যা কর্তৃত্বশীল পরিবারের পূর্ণবয়স্ক নারীর পক্ষেই পালন করা সম্ভব। ১১ বছরের অল্পবয়স্ক অবিবাহিত মেয়ের জন্য এটি অসাধ্য একটি ব্যাপার, যখন বাচ্চার ১৪ বছরের বাবা পিতৃত্বের জন্য প্রস্তুত নয়, আর তারা পরিবারের সমর্থন ছাড়াই এরকম অবস্থায় পড়ে যায়। তাদের শিক্ষাগত, আবেগগত আর অর্থনৈতিকভাবে পরিপক্ব হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই তারা নিজেদের জন্য এমনকি শিশুটির জন্যও উন্নত জীবনের ব্যবস্থা করতে পারে না। একটি নির্দোষ শিশুর জন্য এটি মোটেও ঠিক হয় না। এদিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুর বাবা তথা ছেলেটি ভয়ানক হয়ে যায় এবং সে যে শিশুটির পিতা তা অস্বীকার করে বসে; তখন মেয়েটির আর কিছুই করার থাকে না। এরপর মেয়েটি একটি শিশুকে নিয়ে সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়ে, যে কিনা তার বাবার ভালোবাসা আর ভরণপোষণ পায় না। এ ধরনের মানুষদের খুব কঠিন সময় পার করতে হয়। এতে হয়তো তারা পড়াশোনা শেষ করতে পারে না এবং বাবা-মা উভয়ই বিল পরিশোধের জন্য তাদের অপছন্দনীয় কাজ করতে বাধ্য হয়।

মুক্তসমাজে বাবা-মায়েরা তাদের মেয়েদের জন্য এবং ছেলেদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণের ব্যাপারে কী করতে পারেন? মেয়েরা যখন বড় হতে থাকে, বাবা-মায়ের ছেলেদের ব্যাপারে মেয়েটির আকর্ষণের বিষয়টি নজরে আসে। তারা হয়তো তাদের

মেয়েকে যেকোনো 'আকর্ষণীয়' ছেলে সম্পর্কে কথা বলতে শুনতে পারে। প্রথমবার যখন তারা তাদের মেয়েকে নিষিদ্ধ সম্পর্কের ব্যাপারে বলতে শোনে, তারা কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েন। একটি ছেলেকে (যাকে বাবা-মায়ের কাছে দৈত্যের মতো মনে হতে থাকে) নিয়ে তাদের মেয়ের এরকম ভালোলাগার ভাবনা এবং পরবর্তীতে যা শারীরিক সম্পর্কে পরিণত হওয়ার সম্ভবনা থাকে, তা মেয়েটির বাবা-মায়ের মধ্যে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে।

তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি মেয়ের হৃদয় তার বাবার ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে এবং সে আত্মসম্মান, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিকতা শেখে, যাতে সে যখন কম অভিজাত ও কম নৈতিকতা সমৃদ্ধ (কিংবা বেশি অভিজাত) কারো সামনে পড়লে, তার চাপে অরক্ষিত হয়ে পড়ে না। যেহেতু তার বাবা-মা তাকে শিখিয়েছে এ ধরনের মানুষের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়, তাই বাবা-মায়েরা তাদের সেসব ছেলেদের ব্যাপারে বলবে। মেয়েটির কথা বলতে শেখার বিদ্যা তাকে ছেলেটি থেকে শারীরিকভাবে রক্ষা করবে এবং মেয়েটি আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন হবে ও হুট করে সম্মতি দেওয়ার চেয়ে ছেলেটিকে এটি বলার দক্ষতা থাকবে যে, 'এটি অগ্রহণীয়'।

বাবা-মায়েরা তাদের মেয়েদের প্রেমে পড়ার কাল্পনিক বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে পারেন। অনেক সময় ছেলেরা মেয়েদের পটাতে চেষ্টা করে, আর কখনো কখনো মেয়েরাও ছেলেদের পটাতে চেষ্টা করে! তবে একটি 'ভালো' মেয়ে তার যৌনতার আকাঙ্ক্ষাকে যৌক্তিকতার রূপ দতে পারে ভালোবাসার কথা বলে। এ কারণেই টিনেজ মেয়েরা রোমান্স আর ছেলেদের 'মিষ্টি কথায়' এত অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ভালোবাসার কথা ভালোবাসাকে যৌক্তিকতা দান করে। সে ধরে নেয় যে, যা তার জন্য সত্যি, হয়তো ছেলেটার জন্যও সত্যি। একটি ছেলে শারীরিক ও মানসিকভাবে আলাদা এবং তার বেড়ে ওঠাও আলাদা। একটি ছেলে ভালোবাসার অনুভূতি ছাড়াই ভালোবাসতে পারে এবং মেয়েটির অনুপস্থিতিতে নিজেকে যৌন উত্তেজিত করতে পারে। সে প্রশান্তির খোঁজ করে এবং 'সে মেয়েটি' যে কেউ হতে পারে। তার এরকম দ্বিমুখী মনোভাবের জন্যে সে কোনোরকম সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই ভালোবাসতে পারে। যাই হোক, ছেলেদের একটি ভুল উপদেশ হলো, 'ভালো সময় কাটাও, কিন্তু কোনোভাবেই তাকে বাড়িতে এনো না'।

অবশেষে এটি একটি মেয়ের দায়িত্ব যাতে সে নিজেকে একটি বস্তু হিসেবে ব্যবহার করতে না দেয়। ভালোবাসা

এবং যৌনতা সংক্রান্ত কিছু শক্ত নিয়ম ছেলে-মেয়ে উভয়েরই জানা দরকার। একটি মেয়েরও একটি ছেলেকে যেমন বিরক্ত করা আর প্ররোচিত করা উচিত না, তেমনি একটি ছেলেরও উচিত নয় কোনো মেয়েকে জোর করার। তবে একটি ছেলে অন্ধভাবে নিজের কামনার দ্বারা বিপথগামী হতে পারে এবং তার আগ্রহ ও দায়িত্ববোধ যাচাই করা ছাড়াই যতটুকু সুযোগ একটি মেয়ে তাকে দেয়, ততটুকু নিতে পারে।

অল্পবয়সে মা হওয়া: ইসলামে গর্ভপাত এবং দত্তক নেয়া

বিয়ে-পূর্ব যৌনতা এক ধরনের যৌন-অপব্যবহার যার কারণে গর্ভধারণ হতে পারে। টিনেজারদের যাবতীয় রকম নিরোধক ব্যবহার সত্ত্বেও অবিবাহিত মায়েদের গর্ভধারণ হতে পারে। এরকম গর্ভধারণ অবিবাহিত মায়েদের জন্য ভয়ংকর। তবে সবচেয়ে বড় যে স্নায়বিক চাপের ভিতর দিয়ে সে যায় তা হলো, তাকে অবশ্যই দুটি খারাপের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে হয়, হয় গর্ভপাত অথবা একজন অবিবাহিত মা হিসেবে সারাজীবন একটি জারজ শিশুর মা হয়ে থাকা। এ ধরনের ঘটনাগুলি দুর্লভ নয়: যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর প্রায় এক মিলিয়ন অবিবাহিত টিনেজ মেয়েরা গর্ভধারণ করে।

অবশেষে সে মেনে নিলো...

১৯৬২ সালে লিভারপুল ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমার এক মুসলিম বন্ধুর সাথে পরিচয় ছিলো, যে নিয়মিতভাব স্থানীয় অমুসলিম মেয়েদের সাথে ডেট করতো। আমি তাকে ডেটিং-এর খারাপ দিকগুলি নিয়ে আলাপ করতাম; কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হতাম। তিন বছর এভাবে ক্রমাগত ডেটিং-এর পর একবার সে আমাকে বলল: 'জানো, তুমি যখন বিয়ে করবে, তুমি এ জন্য সুখী হবে যে, তোমার স্ত্রী ও তুমি দুজনই বিয়ের দিন পর্যন্ত কৌমার্য ধরে রেখেছো এবং সেদিনই তোমাদের প্রথম অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা হবে, আর এ উপহারটাই সবচেয়ে দামী আর পরিপূর্ণ। আর আমার জন্য আমি যখন বিয়ে করবো তখন আমার স্ত্রী হয়তো আমার কাছে আমার শয্যাসঙ্গী হওয়া অনেক মেয়েদের মতো হবে। সুতরাং এ অন্তরঙ্গতা আমার জন্য না হবে বিশেষ কিছু, না সম্মানজনক কিছু'।

গর্ভধারণের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে এমন আমেরিকান টিনেজারদের কাছে জীবনটা কেমন? হয়তো তাদের কেবল ৫০ ভাগ উচ্চমাধ্যমিক শেষ করতে পেরেছে। আর ৫০ ভাগেরও বেশি নির্ভর করে জনকল্যাণ সংস্থার ওপর। তাদের বেশিরভাগই হয় শিশু নির্যাতনকারী এবং তাদের বেড়ে ওঠা বাচ্চার ৮২ ভাগই টিনেজ গর্ভধারণের শিকার হয়। জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ হয় এসব টিনেজ মায়েদের অর্থনৈতিক সহায়তা ও স্বাস্থ্যখাতে।

জারজ শিশু বলে কিছু নেই আছে জারজ বাবা-মা সাথে নিষ্পাপ শিশু!!
(WEISS 2007)

গর্ভপাত

অনেক সময় বাবা-মায়ের বেশি দেরি হয়ে যায় এটি বুঝতে যে, তাদের মেয়ে গর্ভবতী। এ সমস্যা সমাধানে বাবা-মা তখন কি করেন? অভিজ্ঞতা বলে যে, শিশুটির ডিএনএ (DNA) পরীক্ষা করে তার বাবা কে তা নির্ধারণ করতে হবে। তারপর সেই ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে সৎ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে হবে।

গর্ভবতী মেয়েটি যখন বুঝতে পারে যে, সে একা বাচ্চাটির দেখভাল করতে পারবে না; তখনই কিন্তু সে গর্ভপাতকে বেছে নেয়। সে এমন চিকিৎসক খুঁজে বের করে, যিনি বাচ্চাটি যথেষ্ট পরিমাণ বেড়ে ওঠার আগেই জরায়ু থেকে বের করে ফেলবে এবং ভ্রূণটিকে হত্যা করবে। কেউ কেউ বিশ্বাস করে, গর্ভপাত একটি গ্রহণযোগ্য বিষয় এবং গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে ওই শিশুটি কোনো মানবসন্তান নয়।

অথচ যখন থেকে শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়, তখন থেকেই ভ্রূণটি জীবিত; এবং যদি এই নিষিক্ত ডিম্বাণুটিকে জায়গামতো রেখে দেওয়া হয়, তাহলে তা একসময় একটি পূর্ণাঙ্গ মানবসন্তানে পরিণত হবে। কুরআনে দৃঢ়ভাবে এবং হাদিসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, চার মাস সময় পর্যন্ত ভ্রূণে প্রাণ আসে না। যদি কোনো নারীর গর্ভজাত শিশুটি গর্ভধারণের এ সময়ের পরে কোনো কারণে মারা যায় অথবা গর্ভপাত হয় তখন তাকে একটি নাম দিতে হবে, উপযুক্ত মর্যাদার সাথে দাফন করতে হবে এবং তার জন্য দু'আ করতে হবে।

ইসলাম আমাদের দয়া প্রদর্শন করতে এবং প্রতিটি মানবজন্মকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। প্রতিটি মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে (যদি না সে হত্যা বা তদ্রূপ কোনো গুরুতর অপরাধের মতো অপরাধ করে থাকে)। এ অধিকার সৃষ্টিকর্তা সবাইকে দিয়েছেন। সুতরাং, বেশিরভাগ মুসলিম স্কলাররা কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া গর্ভপাতকে মানব হত্যার সমকক্ষ বলেছেন কারণ এর মাধ্যমে একটি অসহায় মানবসন্তানকে মেরে ফেলা হয়।

তবে তখনই গর্ভপাতের অনুমতি দেয়া হয়, যখন গর্ভধারণের বিষয়টি একজন মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং কিছু আইনজ্ঞদের মতে, ধর্ষণ ও অতি-নিকট আত্মীয়ের মধ্যে যৌন সঙ্গম (Incest)-এর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। অন্য আইনবিদরা প্রাণ চলে আসার পর গর্ভপাতের ব্যাপারে কঠোর সীমারেখা টেনে দিয়েছেন এবং অন্য সব কারণ বিবেচনা করে প্রথম চার মাসের মধ্যে তা করা গ্রহণীয় বলেছেন। তা সত্ত্বেও ইসলাম যেকোনো সময় গর্ভপাতকে নিরুৎসাহিত করে এবং চর্তুথ মাসের শুরুতে গর্ভপাতকে নিষিদ্ধ করেছে। কেবল কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে গর্ভপাত করা যেতে পারে: মায়ের জীবন বাঁচাতে অথবা গুরুতর ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্মান বাঁচাতে এবং

মা-শিশু ও পরিবারের ওপর পড়া ভয়ানক মানসিক ও সামাজিক প্রভাব এড়াতে।

যদিও কিছু বিশেষজ্ঞদের মতে, অল্প কিছু ক্ষেত্রে গর্ভপাত করা যায়, কিন্তু এটিকে কোনোভাবেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে অথবা পরিকল্পনাবিহীন গর্ভধারণের ফলে অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থা এড়ানোর উপায় হিসেবে নেয়া যাবে না। আর এটিই সত্য- একজন অবিবাহিত গর্ভবতী মেয়ে যদি বাচ্চা জন্ম দিতে চায়, তাহলে তাকে একজন জারজ বাচ্চার মা হয়ে থাকতে হয় এবং এরূপ অবস্থা এ পিতৃবিহীন সন্তান ও অবিবাহিত মায়ের জন্য বিরাট কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামে দত্তক

বিয়ে বহির্ভূত সেক্স এড়ানোর সব চেষ্টার পরও যখন বাবা-মা মেয়ের অবাঞ্ছিত সন্তানের উপস্থিতি বোঝতে পারেন, তখন তারা কী করতে পারেন? তখন অনেক বাবা-মায়েরাই গর্ভবতী অবিবাহিত মেয়ের কারণে গভীর লজ্জাবোধ করেন এবং বিয়ে বহির্ভূত জন্ম নেয়া শিশুটিকে লালন-পালনের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে চান না। ইসলামে মাকে শিশুর দত্তকদানের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছে। এতিম শিশুদের দেখভালের উপায় হিসেবে ইসলাম দত্তক নেয়াকে উৎসাহিত করে। অবশ্য এতিমদের সম্পত্তি সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাদের আসল পরিবার সম্পর্কে জানাতে হবে। অবিবাহিত মায়েরা প্রায়ই তাদের বাচ্চাদের দত্তক দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেন এবং কখনোই সেইসব শিশুদের আর দেখতে যান না। তারা সবসময় বাচ্চাদের ব্যাপারে ভাবতে থাকেন আর এসব বাচ্চারাও যখন বড় হয়ে জানতে পারে যে, তাদের দত্তক নেয়া হয়েছিলো, তারা তাদের আসল বাবা-মা আর আত্মীয়দের ব্যাপারে জানতে উৎসুক হয়ে উঠে।

তবে দত্তক নেয়া সব বাচ্চারাই ভালো পরিবারে গিয়ে পড়ে না। কিছু বাচ্চাদের কখনোই কেউ দত্তক নেয় না। তাদের হয় এতিমখানায় রাখা হয় অথবা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে পাঠানো হয়, যেখানে তারা প্রায়ই খারাপ ব্যবহার পায়। কিছু সমাজে জারজ বাচ্চারা অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না এবং তাদের উত্ত্যক্ত করা হয়। ফলে বাচ্চারা এ আচরণে অপমানবোধ করে ও সমস্যাসঙ্কুল শিশু (Troubled children) হিসেবে বেড়ে ওঠে।

দত্তক নেয়া বাচ্চা কি পালকপিতার পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে? কুরআনে বংশধারা বজায় রাখার

বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখানো হয়েছে এবং কোনো ব্যক্তির আসল পরিচয়কে বিকৃত করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

> *...তিনি তোমাদের দত্তক বা পালক পুত্রদেরকে তোমাদের নিজেদের পুত্র বানিয়ে দেননি। এটি শুধু তোমাদের মুখে কথা বলা মাত্র।*
> (সূরা আল আহযাব, ৩৩: ৪)

প্রত্যেক মানুষ তার জন্মদাতা বাবার নামে পরিচিত হয়

> *পালকপুত্রদের তাদের প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কসূত্রে ডাকো, এটি আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফের কথা। আর তাদের পিতৃপরিচয় যদি তোমরা না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং সাথি।*
> *(সূরা আল আহযাব, ৩৩: ৫)*

যদি জন্মদাতা পিতা অজানা থাকে, কুরআন বলে যে, তারা তোমাদের ধর্মের ভাই ও বোন এবং কাছের বন্ধু এবং তারা তোমাদের পারিবারিক নাম নিতে পারে। এখানে নাম বলতে কেবল নামই বোঝাচ্ছে না; বরং সেই পরিবারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও শিশুটির মর্যাদা রক্ষাকে বোঝাচ্ছে। ভ্রাতৃত্ববোধের মূল বুঝাতে রাসূল সা. প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখিয়েছেন যয়নবকে (তাঁর কাজিন) বিয়ের মাধ্যমে, যার সাথে তাঁর পালকপুত্র যায়েদ ইবন হারিসার পূর্বেই বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলো।

> *অতঃপর যায়েদ যখন তার (যয়নবের) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে।*
>
> (সূরা আল আহযাব, ৩৩: ৩৭)

বংশধারা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে ইসলাম-পূর্ব আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সাথে এখন একবিংশ শতাব্দীর অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে দত্তক নেয়া সন্তান, দত্তক নেয়া বাবার নামে পরিচিত হয়। এসব প্রথা বন্ধ করা উচিত এবং জন্মদাতা বাবার নাম জানানো উচিত। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একজন এতিমের জন্য যা ভালো তাই করা উচিত এবং এতিমের অধিকার রক্ষা করা উচিত। খুঁটিনাটি বিষয় নির্ভর করে প্রচলিত সংস্কৃতি এবং প্রথার ওপর।

সমকামিতা এবং বাবা-মা

একজন সমকামী তার নিজের লিঙ্গের মানুষের প্রতি আকর্ষণবোধ করে এবং বিপরীত লিঙ্গকে বাদ দিয়ে সমলিঙ্গের মানুষের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়। আর বিপরীতকামী (Heterosexual) হলো সেই ব্যক্তি, যে বিপরীত লিঙ্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহবোধ করে। এদিকে যেসব নারীরা অন্য নারীদের সাথে সেক্স করে তাদের বলা হয় লেসবিয়ান। আর 'গে' (Gay) বলা হয় সমকামী পুরুষদের। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো নৈতিকতা এবং মানবতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা। আমরা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সমকামিতা এবং এর প্রসারের বিরুদ্ধে কথা বলবো, কিন্তু মানুষ হিসেবে সমকামীদের ঘৃণা করা উচিত নয়। আমরা বাবা-মায়েদের সাহায্য করতে চাই যে, তাদের সন্তানরা, যারা নিজেদের সমকামীভাবে তারা এমন একটি পৃথিবীতে বাস করে যেখানে সমকামিতা ধর্মীয় শাস্ত্রসম্মত ঘৃণ্য অপরাধ, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) আইন অনুযায়ী সেটা বৈধ।

কুরআনে এবং পবিত্র গ্রন্থগুলিতে সমকামিতাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে:

> *তোমরা কি গোটা দুনিয়ার সৃষ্টির মধ্যে কেবল পুরুষদের নিকট গমন করো, আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যা আল্লাহ তোমাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন, তা ত্যাগ করো? বরং তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।* (সূরা আশ-শুআরা, ২৬: ১৬৫-১৬৬)

এটি সত্যিই বাবা-মায়ের জন্য খুব অস্বস্তিকর আর বিব্রতকর ব্যাপার। বাবা-মা হিসেবে তাদের সমস্ত দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করার পর যদি তারা হঠাৎ করে আবিষ্কার করেন যে, তাদের ছেলে সমকামী, তখন তারা কি করতে পারেন? যদি মনে হয় টিনেজ ছেলে সমকামী হতে যাচ্ছে, তাহলে বাবা-মায়ের উচিত তাকে খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ রাখা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা।

সমকামিতা বাবা-মায়ের জন্য একটি কঠিন বিষয়। কেউ বিশ্বাস করেন তারা এ বিষয়ে যত কম জানবেন, ততই ভালো। বরং বাবা-মায়েরা গর্ববোধ করেন যখন তারা তাদের ছেলেদের পুরুষালী আর মেয়েদের মেয়েলী স্বভাব বজায় রাখতে দেখেন। তা সত্ত্বেও বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ১০

মিলিয়নেরও বেশি সমকামী আছে (Smith et. al. 2001) এবং তারা সবাই একসময় শিশু ছিলো, এ সংখ্যা আরও বাড়ছে।

এদিকে, সমকামীরা অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ধীরে ধীরে আরও সক্রিয় হচ্ছে। তারা রাস্তায় নেমে আসছে এবং মিছিল করছে, তারা তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বদলাতে চাচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে এটিও হয়তো সম্ভব হবে যে, ছেলেরা একে অন্যকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে চুমু খাবে এবং মেয়েদের মতো পোশাক পরবে। এদের বলা হয় বিপরীত লিঙ্গের পোষাকের ব্যাপারে আগ্রহপ্রদর্শনকারী (Transvestites or cross-dressers) (যদিও এদের বেশিরভাগই বিপরীতকামী), 'সমকামী পুরুষদের আন্দোলন' এখন 'হিজড়া ইস্যু'তে পরিণত হয়েছে। কিছু দেশ এবং রাষ্ট্রে পুরুষ পুরুষদেরকে এবং নারীরা নারীদেরকে বিয়ে করে। এসব সমকামী দম্পতিরা স্বাভাবিক দম্পতিদের মতো ব্যবহার পেতে চায়। যদিও তাদের সন্তান ধারনের ক্ষমতা থাকে না, তারা সন্তান দত্তক নেয়। যারা তাদের এরকম আচরণকে ঘৃণা করে ও সমকামিতায় ভয় পায় তাদের বলা হয় সমকামভীত (Homophobic)।

১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলের ক্রমবিকাশ, গর্ভপাতকে আইনানুগ স্বীকৃতি এবং মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার বিকাশ ঘটে, যা যৌনবিপ্লব নামে পরিচিত। তখন মুক্তসমাজে কিছু মানুষ দাবি জানানো শুরু করলো যে, তারা যার সাথে ইচ্ছা যৌনসম্পর্ক করার ব্যাপারে স্বাধীন, তা তাদের সঙ্গী বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত, সমলিঙ্গেরই হোক বা বিপরীত লিঙ্গের হোক, তারা তাদের পছন্দের ক্ষেত্রে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। ফলে ধীরে ধীরে অনেকেই এ ধারণা গ্রহণ করা শুরু করলো, যার পরিণামে আজ

বিভিন্ন দেশে সমকামীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য যাতে না হয় সেজন্য আইন প্রণীত হয়েছে।

কীভাবে একজন মানুষ সমকামী হয়? এ ব্যাপারে অনেক রকম মতবাদ আছে। এটি কি এমন কিছু, যা মানুষ বেছে নেয় অথবা এটি জন্মগত কিছু, যা সে বড় হওয়ার পর আবিষ্কার করে? ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সমকামিতাকে এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা বলে ধরে নেয়া হতো। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলতেন, কিছু ছেলে যারা দুর্বল প্রকৃতির হয়, নিষ্ঠুর মায়েদের হাতে লালিত-পালিত হয়, তারা বড় হয়ে সব নারীদের ঘৃণা করা শুরু করে এবং কিছু মেয়ে যারা তাদের বাবাদের হাতে নিপীড়নের স্বীকার হয়, তারা পুরুষদের ঘৃণা করতে শুরু করে এবং এভাবেই তারা সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। ১৯৯০ সালে কিছু চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্ববিদ একটি নতুন মতবাদ বলা শুরু করলেন, যেখানে বলা হচ্ছিলো, সমকামিতা আসলে মানুষের ভিন্ন রকমের সেক্স বিষয়ক ভাবনা। তারা দাবি জানালেন, সমকামিতার উৎপত্তি মানুষের জিনের ভিতরে এবং এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা মানুষ উত্তরাধিকার (কিছু পরিবারে অন্য পরিবারের তুলনায় বেশি সমকামী দেখা যায়, যদিও পরিবারগুলি কীভাবে তাদের সন্তানদের মানুষ করেছে এটি তার কারণে ঘটে) সূত্রে লাভ করে। অধিকন্তু কিছু প্রাণীকে সমকামিতায় লিপ্ত অবস্থায় দেখে কেউ কেউ এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, এটি মানুষের জন্য স্বাভাবিক বিষয় হতে পারে। এ অদ্ভুত উপায়ে যুক্তি দর্শানোকে যে, কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে - কারণ, প্রাণীদের এরকম আচরণ কি মানুষের কাজের মানদণ্ড হতে পারে অথবা মানুষের কোনো আচরণের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা দিতে পারে? মানুষ কি তাহলে প্রাণীকে তাদের আচরণের মানদণ্ড হিসেবে নেবে?

প্রাণীদের আচরণ থেকে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় না। মানুষ প্রাণীদের থেকে আলাদা এবং সৃষ্টিকর্তা সমস্ত প্রাণীর ঊর্ধ্বে মানুষকে স্থান দিয়েছেন।

সমকামিতার ক্ষেত্রে কিছু সম্ভাব্য যুক্তি নিচে আলোচনা করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা, পরিবেশের নানা উপাদান এবং সম্পর্ক গড়ে ওঠার ধরন গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলে:

- **বন্ধুত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব:** তরুণদের যাদের একই লিঙ্গের বন্ধুদের ব্যাপারে বেশি রকমের উষ্ণতাবোধ আছে, তারা মাঝে

মাঝেই সমকামিতা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। তারা ভাবতে শুরু করে যে, তারাও বোধ হয় সমকামী বা লেসবিয়ান। একটি মেয়ে তার সবচাইতে ভালো বান্ধবীটিকে নিয়ে এত খুশি থাকতে পারে যে, সে হয়তো কখনো কখনো তাকে জড়িয়ে ধরতে বা চুমু খেতে চাইতে পারে। সে হয়তো তার এ ধরনের অনুভূতিকে যৌনতার সাথে মিলিয়ে ফেলে তার জন্য নিজেকে দোষী মনে করতে পারে। যদি সে এ ধারণায় নিজেকে বিশ্বাস করিয়ে ফেলে, তখন সে তার বান্ধবীটিকে তার সাথে সেক্স করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ সমস্যার সমাধান হলো বাবা-মায়ের উচিত তাদের বাচ্চাদের উপযুক্ত যৌনশিক্ষা দেওয়া।

- **বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট ভালোবাসার অভাব:** টিনেজারদের যাদের বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকে না, তারা অন্য কারো কাছে ভালোবাসা খোঁজে। তাদের যদি একজনই বন্ধু থেকে থাকে, আর তা যদি হয় সমলিঙ্গের, তখন কাউকে ধরা এবং স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় শালীনতার সীমা পার হয়ে যৌনতার দিকে ধাবিত করে। এ অবস্থার সমাধান হলো প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেয়া, বাচ্চাদের যথেষ্ট আদর এবং ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখা, যার সূত্রপাত একদম ছোটবেলায় শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো থেকে শুরু হবে। ভালোবাসার সম্পর্ক পরিবারের সব সদস্যদের মধ্যে সব সময়ের জন্য থাকা উচিত। এভাবে একজন মানুষ বাড়িতেই ভালোবাসা খুঁজে পাবে, ভালোবাসার খোঁজে বাড়ির বাইরে যেতে হবে না।

- **শিশু উৎপীড়ন:** কিছু তরুণরা শিশু উৎপীড়নকারীতে পরিণত হয়, শিশুদের গোপন অঙ্গে হাত দেয় এবং তাদের ইচ্ছার বিপরীতে এগুলি করতে থাকে এবং একসময় এগুলিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ২,৮৮১ জন সমকামী পুরুষদের এক পঞ্চমাংশের শিশু অবস্থায় যৌন উৎপীড়নের অভিজ্ঞতা ছিলো। এ সমস্যার সমাধানে বাবা-মায়েদের উচিত বাচ্চাদের ওপর ক্রমাগত নজর রাখা এবং এটি নিশ্চিত করা

যে, তারা ভালো বন্ধুদের সাথে রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরাই শিশুদের ওপর এমন অত্যাচার করে থাকে। তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা উচিত।

- **অস্বাভাবিকতা:** কিছু মানুষ জন্মের সময় বা পরবর্তীতে কিছু দুর্লভ রোগের স্বীকার হয়, ফলে তাদের প্রয়োজনীয় পুরুষ অথবা নারী হরমোন থাকে না। হরমোন হলো শরীরের কিছু রাসায়নিক উপাদান, যা মানুষের শরীরবৃত্তীয় যৌন বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী (যেমন: পুরুষদের দাঁড়ি-গোঁফ বড় হওয়া, পেশী দেখা দেয়া, নারীদের স্তন বড় হওয়া)। হরমোন মানুষের চরিত্রেও প্রভাব ফেলে, যেগুলি পুরুষসুলভ (যেমন: অন্যের সাথে টেক্কা দেয়া বা অন্যদের দেখানো) অথবা নারীসুলভ (যেমন: শিশুদের আদর করার ইচ্ছা)। একজন ছেলের যদি যথেষ্ট পরিমাণ পুরুষ হরমোন না থাকে, তাহলে তার দাঁড়ি গজাতে পারে না এবং সে নিজেকে যথেষ্ট পরিমাণ পুরুষালী বোধ করে না। এ সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন চিকিৎসা নেয়া।

- **দেরি করে বিয়ে করা:** নারী ও পুরুষ উভয়ই যারা উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করা থেকে বঞ্চিত হয়, তারা নিজেদের যৌন ইচ্ছা চারিতার্থ করার তীব্র তাগিদ অনুভব করে। যদি তা ঠিক উপায়ে মেটানো না যায়, বিকল্প চিন্তা তাদের ভিতর উঁকি দেয়। উপযুক্ত বয়সে তাড়াতাড়ি বিয়ে করার উৎসাহ পাওয়া সন্তানদের অধিকার। বাবা-মায়েরও দায়িত্ব ঠিক সময়ে ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা।

বাবা-মায়েরা যারা আবিষ্কার করেন তাদের ছেলেদের সমকামিতার প্রভাব আছে তাদের উচিত ধৈর্য ধারণ করা, বোঝার চেষ্টা করা এবং সাহায্যের জন্য দ্রুত পেশাদার মনোবিজ্ঞানীর খোঁজ করা। তারা তাদের ভালোবাসা থেকে সন্তানদের সরিয়ে দিতে পারেন না।

আমরা বাবা-মায়েদের স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে, ছেলে-মেয়েদের সমকামী আচরণ ভুল জিনিস। যদি অন্য কারও দ্বারা সমকামিতায় উৎসাহিত হয় তবে অবশ্যই বাবা-মায়েদের হস্তক্ষেপ করতে হবে। পাশ্চাত্যের অনুসরণে আমাদের সন্তানরা ভুল, ধ্বংসের পথে যাওয়ার আগেই আমাদের সচেতন হতে হবে।

ছেলেদের পুরুষসুলভ হতে হবে

(নারীদের সম্মান দেখানো, দুর্বলকে রক্ষা করা, শরীর না দেখিয়ে বেড়ানো)।

মেয়েদের নারীসুলভ হতে হবে

(শালীন পোশাক পরিধান করা, দৃষ্টি নত রাখা, খারাপ পুরুষদের হাত থেকে সম্মান রক্ষা করা)

ইসলামে যৌনশিক্ষা

ইসলাম উপলব্ধি করে যে, সৃষ্টিকর্তাই মানুষের ভিতর যৌনতার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছেন। তবে, কুরআনে এর প্রয়োজনীয়তা সম্মানের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং রাসূল সা. বিয়ের বন্ধন ও পারিবারিক জীবনের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করতে বলছেন। ইসলাম নারীকে (বা পুরুষকে) কেবল যৌনতার প্রতীক হিসেবে দেখে না, বরং তাকে উপযুক্ত সম্মানের সাথে একটি সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে দেখে, যা মানুষের চাহিদা পূরণ করে এবং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুযায়ী হয়। যেখানে বিয়ে-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক একটি ভুল কাজ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ (শাস্ত্র অনুযায়ী), তাই নিজের স্বামী/স্ত্রীর সাথে করা যৌনসম্পর্ককে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়। যৌনতা সম্পর্কে ইসলামী আইন অত্যন্ত স্বচ্ছ, তা সমাজের অন্য মানুষের চাপে বা মূল্যবোধের সাথে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। বিয়ের আগ পর্যন্ত কুমারীত্ব বজায় রাখাটা একটি পুণ্যের কাজ, যদিও কোনো কোনো সমাজে এটি একটি অসুবিধা হিসেবে বিবেচিত হয়।

নারী ও পুরুষের মধ্যকার সেক্স সম্পর্কে নিচের আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা আছে:

> *আমি কি তুচ্ছ নগণ্য পানি হতে তোমাদের সৃষ্টি করিনি? এবং একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত একটি সুরক্ষিত স্থানে তাকে আটকে রেখেছি। অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম স্রষ্টা?* (সূরা মুরসালাত, ৭৭: ২০-২৩)

এবং ব্যভিচারের (ও যিনার) ধারে কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (সূরা ইসরা, ১৭: ৩২)

রাসূল সা. বৈবাহিক অন্তরঙ্গতাকে পুরস্কারযোগ্য ভালো কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

> 'তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের শয্যাসঙ্গী হও, তখন তা একটি পুণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তার জন্য পুরস্কার রয়েছে'। তাঁর সাহাবিরা বেশ অবাক হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কীভাবে সম্ভব যে, আমরা আমাদের কামনা চরিতার্থ করলাম আর তার জন্য পুরস্কার পেলাম?' রাসূল সা. জবাব দিলেন, 'যদি কেউ নিষিদ্ধ উপায়ে তা করে থাকে, তবে তার জন্য রয়েছে শাস্তি, কিন্তু তোমরা যদি বৈধ উপায়ে তা করে থাকো, তাহলে পুরস্কৃত হবে'।
>
> (মুসলিম)

রাসূল সা. আমাদের শিখিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অন্তরঙ্গতা গোপন রাখতে হয় এবং কারো কাছে তা প্রকাশ করতে নেই।

> 'কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে যে, তার স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গতার গোপনীয় ব্যাপারে অন্যদের বলে বেড়ায়'। (মুসলিম)

আয়েশা রা. বলেছেন:

> আমি রাসূল সা.-এর সাথে একই চাদরের নিচে শুয়ে ছিলাম, হঠাৎ আমার ঋতুস্রাব শুরু হলো। তাই আমি দূরে চলে গেলাম আর ঋতুস্রাবের সময়ে পরার কাপড়গুলি পরে নিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ'। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমি তাঁর সাথে আবার একই চাদরের নিচে শুয়ে পড়লাম। (আল-বুখারি এবং মুসলিম)

আয়েশা রা. তুলে ধরেছেন যে, তিনি একরাতে বিছানায় রাসূল সা.-এর পাশ থেকে চুপিচুপি উঠে যাচ্ছিলেন। তবে রাসূল সা. যখন জানতে পারলেন যে আয়েশার ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে তিনি তাকে নিজের সেই জায়গা শুধু কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে, একই চাদর জড়িয়ে আবার শুয়ে পড়তে বললেন। বেশ কিছু হাদিস

নিশ্চিত করেছে যে, রাসূল সা. এবং তাঁর স্ত্রী আয়েশা ‘একসাথে একই চাদরের নিচে’ ঘুমাতেন। পোশাক খুবই ব্যক্তিগত সামগ্রী এবং মানুষের শরীরের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে। কুরআনে স্বামী-স্ত্রীকে একে অন্যের পোশাক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পোশাক যেমন খুবই ব্যক্তিগত সামগ্রী এবং মানুষের শরীরের সাথে লেগে থাকে, তেমনি স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়া উচিত। পোশাক যেমন আমাদের রক্ষা করে ও শালীনতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, স্বামী-স্ত্রীরও তদ্রূপ হওয়া উচিত একে অন্যের জন্য। যখন ইচ্ছা তখন মানুষ যেমন পোশাক পরিধান করে, তেমনি যখনই প্রয়োজন একে অপরের সান্নিধ্যে আসে। তাছাড়া পোশাক যেমন মানুষের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে, তেমনি তাদেরও উচিত একে অন্যের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলা।

যৌনতা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, একে অন্যকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। স্বামীর দায়িত্ব তার স্ত্রীকে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, বিশেষ করে তার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। এবং তার কখনোই উচিত নয় স্ত্রীকে অন্য নারীদের সাথে তুলনা করা। স্ত্রীদেরও উচিত নয় এরকম করা। এতে সর্বোচ্চ আনন্দ পাওয়া যায়। স্ত্রীদের বোঝা উচিত তাদের স্বামীদের সেক্সের প্রয়োজনীয়তা তাদের থেকে ভিন্ন। তাছাড়া অপ্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার চাইতে স্ত্রীদের উচিত প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করা এবং ভালোবাসাপূর্ণ ভূমিকা রাখা। বাস্তবতা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বাড়ির বাইরে ভয়াবহ প্রলুব্ধতার সম্মুখীন হয় এবং ক্রমাগত বাইরের পরিবেশের প্রভাবের অযৌক্তিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে। তাই উভয়ের স্বার্থ রক্ষার্থে স্ত্রীর উচিত স্বামীর প্রয়োজন মেটাতে সবসময় প্রস্তুত থাকা, যাতে স্বামী তার প্রয়োজন স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর মাধ্যমে মেটানোর বাহানা না করে এবং তার পরিবারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে না যায়, ফলে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন করে। একইভাবে স্বামীরও উচিত স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা ও তার প্রয়োজন মেটাবার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা।

রাসূল সা. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের খুঁটিনাটির বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে এ থেকে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। ইসলাম কঠোরভাবে ‘পায়ু পথে যৌনতা করা’ (Anal sex) নিরুৎসাহিত করেছে এবং কুরআন অথবা সুন্নাহ’র কোথাও ‘মুখ দিয়ে

যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা' (Oral sex) নিষেধের কথা বলা হয়নি (এটি নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে)। এদিকে, যৌনাঙ্গসমূহ পরিষ্কার রাখতে হবে এবং উত্তেজনাজনিত নিঃসরণ এবং শারীরিক মিলনের পর গোসল করে নিতে হবে।

> রাসূল সা. বলেছেন: 'তোমরা কেউ স্ত্রীদের ওপর পশুর মতো উপগত হয়ো না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী থাকা উচিত'। তাকে জিজ্ঞেস করা হয় 'কীরূপ মধ্যস্থতাকারী আপনি বুঝাচ্ছেন?' তিনি বললেন: 'এ মধ্যস্থতাকারী হচ্ছে চুমু খাওয়া ও কথা বলা (Foreplay)' (অর্থাৎ শৃঙ্গার করা, যৌনসম্পর্কের পূর্বে অপরপক্ষকে মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে উত্তেজিত করা')।
>
> (আল-যুবাইদি এবং আল-ইরাকি কর্তৃক বর্ণিত)
>
> রাসূল সা. আরো বলেছেন: 'যখন তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে বিছানায় যাবে, তোমার অবশ্যই তার প্রতি সমবেদনা (বিবেচক হওয়া) থাকা উচিত। যদি তুমি তার আগে উত্তেজিত হয়ে যাও, তবে সে উত্তেজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার তাড়াহুড়া করা উচিত নয়'। (আবু ইয়ালা)

প্রতিটি পুরুষের দায়িত্ব তার সঙ্গীকে ভালোমতো দেখাশোনা করা। যদি সে চায় যে, তার স্ত্রী তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকুক, তবে তার উচিত স্ত্রীকে শারীরিক তৃপ্তি দেওয়ার জন্য যথাযথ সময় দেওয়া। সাধারণত ১৫-২০ মিনিট সময় লাগে একজন নারীকে তৃপ্ত করতে। একজন পুরুষের উচিত নয় তার স্ত্রীর ওপর পশুর মতো উপগত হওয়া, অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি ও শৃঙ্গার ছাড়া শারীরিক মিলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়া উচিত নয়। এটি ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে এবং পুরুষদের এ ব্যাপারে বিবেচনা সম্পন্ন হওয়া উচিত। তাদের নারীদের যৌনতার ব্যাপারে জৈবিক দিকগুলি বোঝা উচিত, এবং সে অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া উচিত যাতে করে একটি সুখী ও আনন্দময় দাম্পত্যজীবন লাভ করা যায়। যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়, তা তার স্ত্রীর জন্য হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এমনকি তা তাকে তীব্র প্রলোভনের দিকেও ঠেলে দিতে পারে।

যৌনতা কোনো খারাপ বা নোংরা কিছু নয়। এটি নিষ্পাপ ও স্বাস্থ্যকর একটি ব্যাপার, যতক্ষণ তা বিশ্বাস ও নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

ছেলে-মেয়েদের প্রতি বাবা-মায়ের দায়িত্ব

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের সেক্সের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবেন। কেননা, এটি শয়তানের প্ররোচনা নয়, আবার বাজে কোনো কাজও নয় (যদি তা সঠিক উপায়ে করা হয়)। এটি আর রাহিমের (অসীম দয়ালু) একটি উপহার এবং অনুগ্রহ ও স্বর্গীয় আনন্দ লাভের উপায়।

যদিও যৌনতা এমন একটি কাজ, যা আনন্দদায়ক এবং বিস্ময়কর (যেমনটা হওয়া উচিত), তবে এটি আবার শয়তান দ্বারা প্ররোচিত হওয়া, অসৎ হওয়া আবার দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ারও একটি উপায় বটে। পৃথিবীতে বেশিরভাগ দুর্ভোগ অন্য যেকোনো কিছুর চাইতে সেক্সের জন্য বেশি হয়, যেমনটি হয় যুদ্ধ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে। এ ঝুঁকি এতোই বেশি যে, ভুল কোনো সেক্সুয়াল কাজের জন্য যে - কেউ তার সারাজীবন ধরে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হতে পারে। সেক্স এমন একটি প্রয়োজন, যা সৃষ্টিকর্তার বেঁধে দেওয়া সীমার মধ্যে যে - কেউ উপভোগ করতে পারে, যা কিনা পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর এবং কোনো রকম বঞ্চনা ও দুর্ভোগবিহীন হতে হবে।

রাসূল সা. ছিলেন নারী ও পুরুষের চাহিদার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে মুক্তমনা, দয়ালু এবং সৎ। তিনি (সা.) না ছিলেন গোঁড়া, না ছিলেন অতিশালীন এবং তিনি নিজে তাঁর বিবাহিত জীবন স্পষ্টতই উপভোগ করেছিলেন। এটি নিঃসন্দেহে আয়েশা রা.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, যিনি নিঃসন্দেহে অন্যদের চেয়ে রাসূল সা.-এর সবচাইতে কাছের মানুষ ছিলেন।

যৌন বিনোদন অবশ্যই একটি নৈতিক বিবেচনার বিষয়। সেক্সের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা পারিবারিক ও সামাজিক ভাঙন ঘটায়, মিথ্যা ও বিভ্রান্তির দিকে

নিয়ে যায়, দায়িত্বহীনতার বিকাশ ঘটায় এবং ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, চুরি এবং খুনের মতো অপরাধের বিকাশ ঘটায়। যদি কেউ সত্যিই সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসে, তাহলে তাকে দায়িত্বের সাথে প্রলোভন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে এবং জানতে হবে কোনটি ভুল, কোনটি ঠিক। অনেক মানুষ এতটাই নম্র হয় আর নিজেদের সবরকম জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে যে, কীভাবে সন্তোষজনক উপায়ে সেক্স করা যায়, তা কখনো জানারও চেষ্টা করে না।

স্বাস্থ্যবিধিঃ ঋতুস্রাব, গুপ্ত লোম, খাৎনা, বীর্য

ঋতুস্রাব চলাকালীন সেক্সঃ মধ্যযুগীয় ইহুদিরা নারীদের ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকতো। রাসূল সা. সাহাবিদের নির্দেশ দিতেন তারা যেন স্ত্রীদের ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ ও শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে, তাদের সংস্পর্শ পরিত্যাগ না করে।

মেয়েদের হাতে-কলমে শেখানো উচিত কীভাবে স্যানিটারী টাওয়েল ব্যবহার করতে হয় এবং ব্যবহার শেষে কীভাবে, কোথায় ফেলে দিতে হয়। আরেকটি বিকল্প হলো এমন প্যাড/ টুকরা কাপড় ব্যবহার

করা যা পরবর্তীতে ধুয়ে, শুকিয়ে পুনঃব্যবহার করা সম্ভব। প্রতি মাসে ঋতুস্রাব স্বাভাবিক, আর বিশেষ করে মেয়ে যদি এ থেকে কষ্ট পায় বা অস্বস্তির জন্য তাকে সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন গোপনীয়তা বা লজ্জার কিছু নেই।

গুপ্ত লোমঃ রাসূল সা. সুপারিশ করেছেন যে, নারী-পুরুষ উভয়ের নিয়মিত গুপ্ত অঙ্গের চুল পরিষ্কার করা উচিত, অন্তত মাসে একবার হলেও; যাতে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের উপভোগের জন্য শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। এ চুল গজানো একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং তা নিয়মিত পরিষ্কার রাখলে মানুষ পরিচ্ছন্ন ও স্বস্তি বোধ করে।

লোমশ বুক অথবা পা আর গোঁফ অনেক ছেলেরা কিছু মনে করে না, কিন্তু মেয়েদের বেলায় বুক, পা ও মুখে তথা গোঁফ গজালে মেয়েরা তা পছন্দ করে না। মেয়েরা অনেক সময়

তাদের স্তনবৃন্তের চারপাশে লম্বা বড় চুলের উপস্থিতিতে আতঙ্কবোধ করে এবং হাত-পায়ে ঘন লোম থাকাকে অপছন্দনীয় মনে করে। তবে, মেয়েদের এমন দুঃশ্চিন্তা করা উচিত নয় যে, গোঁফের রেখা বা চিবুকে দুই-একটি দাড়ির রেখা তাদের মেয়ে থেকে ছেলে বানিয়ে দেবে। সুতরাং, মেয়েদের উচিত তাদের শরীর নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা।

খাৎনা: ছেলেদের বয়স কম থাকতে তাদের খাৎনা করিয়ে দিতে রাসূল সা. কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এটি সুস্বাস্থ্য এবং বিয়ে-পরবর্তী সুখী যৌনজীবন নিশ্চিত করে। খাৎনা ছেলেদের ক্যান্সার, রোগ-জীবাণুর ঝুঁকি এবং প্রস্রাবের সময়কার কষ্ট কমায়। তবে, ইসলাম মেয়েদের প্রজননতন্ত্রের যেকোনো অংশের ছেদনকে নিষিদ্ধ করেছে।

বীর্য এবং ছেলেদের রাত্রীকালীন নির্গমন: কিছু টিনেজাররা অতিমাত্রায় লজ্জিত হয় যখন তারা তাদের অন্তর্বাসে কোনো ধরনের দাগ বা নিঃসৃত পদার্থ লেগে থাকতে দেখে এবং ভয় পায় এটি ভেবে যে, যদি তাদের বাবা-মায়েরা তা দেখে ফেলে। যদিও এমন নির্গমন স্বাভাবিক- এটি বুঝানোই তাদের জন্য তখন ভালো প্রভাব ফেলে। যদি এর রং লাল বা অন্য বর্ণের হয় এবং কটু গন্ধের হয় অথবা যদি তাদের দিনে একাধিক আন্ডারওয়ার পরিবর্তন করার দরকার পড়ে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। শুক্রাণুকে প্রস্রাবের সাথে মিলিয়ে ফেলা উচিত না। প্রস্রাব নাপাক এবং অবশ্যই ধুয়ে পরিষ্কার করা উচিত। অন্যদিকে শুক্রাণু পরিষ্কার এবং প্রস্রাবের মতো

পুরোপুরি ধোয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু অল্প পানিতে ওই নির্দিষ্ট জায়গাটা ঘষে ধুয়ে নিলেই চলবে।

বয়ঃসন্ধিকাল এবং সংযম

এখনকার সময়ের আমেরিকান এবং কানাডিয়ান বাচ্চারা তাদের বয়সের আগেই বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে যায়। মেয়েরা ৮-১৩ বছরের মধ্যে এবং ছেলেরা ৯-১৪ বছর বয়সের মধ্যে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে। ব্রিটেনে গত ১৫০ বছরের মধ্যে গড় বয়ঃসন্ধিকালীন বয়স এসে দাঁড়িয়েছে ১৬.৫ থেকে ১২.৮ এ। এটি হতে পারে বেশি পরিমাণ প্রাণিজ খাবার খাওয়ার পরিণাম, যেক্ষেত্রে প্রাণীকে তাদের বৃদ্ধির জন্য খাবারের সাথে অধিকমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক ও হরমোন খাওয়ানো হয়।

অন্যদিকে বিয়ের জন্য গড়পড়তায় বয়স বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ের জন্য ছেলেদের বয়স ২৯ এবং মেয়েদের তা ২৬। জর্ডানে যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা ভিন্ন সেখানে বিয়ের বয়স ছেলেদের জন্য ৩৫ এবং মেয়েদের জন্য ৩০। যেসব মানুষ বিয়ের পূর্ববর্তী সংযমে বিশ্বাসী, তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের বয়ঃসন্ধির পর থেকে বিয়ের আগ পর্যন্ত যৌনকামনাকে সংযত রাখতে বলে, (যা প্রায় ১৬ বছরের মতো), এমন একটি সময়ে যখন তাদের যৌনকামনা এবং শক্তি সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকে তখনই তরুণদের জন্য এটি মারাত্মক চাপ তৈরি করে।

১০০ বছর আগ পর্যন্ত মানুষ যৌবনে পদার্পণ করার পরপরই বিয়ে করে ফেলতো। তখনকার সমাজে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হতো। অধিক শিশুমৃত্যু ও অধিক যুদ্ধের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন ছিলো তাড়াতাড়ি বিয়ে করা, যে সময় তাদের যৌনশক্তির সামর্থ্য সর্বোচ্চ থাকতো।

কিছু সমাজে যৌনপ্রবৃত্তি মেটানোর জায়গাটাতে ছাড় দিয়ে বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ধার্মিক লোকেরা কখনো এটি করে না; বরং এরকম টিনেজারদের জন্য সংযম খুবই কঠিন একটি ব্যাপার। এটি খুব সহজ ব্যাপার নয় যে, মানুষ বয়ঃসন্ধিকালীন থেকে বিয়ের আগ পর্যন্ত (যা প্রায় ২০ বছর) যৌনাকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখবে। একজন টিনেজার যে নানা হরমোনাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, তার পক্ষে চারপাশের প্রলুব্ধকর জগতের জন্য কষ্ট ভোগ করতে হয়।

এরকম পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজে অবশ্যই তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার বিষয়টি চালু করতে হবে। এ বিকল্প দিকটি অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তা সত্ত্বেও বাবা-মাকে তাদের টিনেজারদের বিয়ের বাইরে সেক্স যে নিষিদ্ধ, এটি বলার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে, যদিও তারা তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। বর্ধিত পরিবার তরুণ দম্পতিদের সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে যদি বিচক্ষণতার সাথে পরিবার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা যায়।

কিছু মুসলিম বিশেষজ্ঞ বলেন, হস্তমৈথুন করা উচিত না, যদি না তা অবিবাহিতদের প্রচণ্ড যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে বাঁচার জন্য হয়, তবে এটি অভ্যাস হওয়া উচিত নয়। যখন যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন হস্তমৈথুনকে কম খারাপ একটি উপায় হিসেবে দেখা হয়। প্রয়াত শাইখ মুহাম্মদ আল-হামিদ তাঁর *‘রুদুদুন ‘আলা আবাতিল’* গ্রন্থে বলেছেন, আইনবিদগণের উচিত অপ্রত্যক্ষ যৌনাকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করতে হস্তমৈথুনকে নিষিদ্ধ করা। কারণ অনেক সময় এটি এমন বেশি হয়ে দাড়াঁয় যে, তা ব্যক্তির মন-মগজ দখল করে রাখে এবং তার স্বাভাবিক কার্যক্রম (এত বেশি যে, তা ব্যভিচারের দিকে ঠেলে দেয়) ব্যাহত করে এবং একই সাথে যদি

এমন হয় যে, হস্তমৈথুন তার এ অপ্রতিরুদ্ধ কামনাকে দমাতে সাহায্য করে, তবে তা অনুমতিযোগ্য। অতএব, হস্তমৈথুন নিরপেক্ষ একটি ব্যাপার; এটি না পুরস্কারযোগ্য, না শাস্তিযোগ্য, না এটি পাপ কাজ, না ভালো কাজ।

হস্তমৈথুন আত্মকেন্দ্রিক একটি ব্যাপার। এর মাধ্যমে নিভৃতে কোনোরূপ দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ছাড়াই একজন টিনেজার তার কল্পনাকে চারিতার্থ করতে পারে। যদিও এটি স্নায়ুচাপ থেকে বাঁচার একটি ক্ষণস্থায়ী উপায়, বিয়ে তার একটি ভালো বিকল্প হতে পারে। যখন একজন টিনেজারের প্রধান আনন্দ পাওয়ার উপায় হবে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তখন আত্মতুষ্টি তার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব, বাবা-মায়ের সচেতন হওয়া উচিত, যদি তাদের টিনেজারটি হস্তমৈথুনকে যৌনউত্তেজনা মেটানোর উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। সাধারণত এটি সময়ের সাথে সাথে চলে যায়, যখন তারা বড় হয় আর বিয়ে করে। তবে, বাবা-মায়েদের উচিত তাদের বাচ্চাদের খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখা, প্রতি সপ্তাহে দু'টি করে রোজা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদের সমষ্টিগত কাজে জড়াতে উৎসাহিত করা। বাচ্চাদের জানানো উচিত যে, হস্তমৈথুনের অপরিমিত ব্যবহার গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি করে এবং যেসব পরিস্থিতি এরকম অবস্থা ও যৌন উত্তেজনা তৈরি করে তা থেকে তাদের দূরে থাকতে বলা। এভাবে টিনেজারদের হস্তমৈথুনের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার হাত থেকে নিরুৎসাহী করে তোলা যায়।

এদিকে, বাবা-মায়ের উচিত বাচ্চাদের তাদের শরীর সম্পর্কে জানানোর ব্যাপারে অকপট হওয়া। বেশিরভাগ তরুণদের মন সেক্সের চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, যদিও বাবা-মা এবং ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এটি সবচাইতে কম আলোচ্য একটি বিষয় এবং যদি তা আলোচনায় এসেও থাকে, তা খুব একটি বাস্তবসম্মত হয় না। তাছাড়া মুসলিম আইনবিদরা টিনেজারদের বলেন: হস্তমৈথুন নিষিদ্ধ, যদিও কিছু স্কলার কিছু গণ্ডির ভেতরে তা করার অনুমতি দেন। আবার, বেশিরভাগ টিনেজাররা এটির অভ্যাস করে থাকে এবং লজ্জা ও অনুশোচনার ভেতরে দিনাতিপাত করে। সুতরাং, শারীরিক-মানসিক ক্ষতি না করে এটি যাতে একটি সর্বনিম্ন সীমার মধ্যে থেকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে গৃহীত হয়।

যৌন দ্বন্দ্ব নিরসনে ইসলামের সমাধান: প্রতিরোধমূলক নীতিমালা

মূল উপায় হলো বাদ দেওয়া: ব্যভিচার ও যিনার নিকটবর্তী হয়ো না; নিজেকে দূরে রাখো; এমন কোনো অবস্থার কাছে যেও না, যা তোমাকে এরকম পাপের দিকে নিয়ে যাবে।

যিনার ধারে কাছেও যেও না, নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (সূরা ইস্‌রা, ১৭: ৩২)

এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ হলো 'যিনার ধারে কাছেও যেও না' (লা তাক্বরাবু), এটি বাদ দাও, নিজেকে এ থেকে দূরে রাখো। এভাবে মানুষের উচিত এর দিকে ধাবিত হওয়ার সব পথগুলি এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া যাতে এতে প্রবেশ করা দূরূহ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সমাজের কৌশল হওয়া উচিত প্রতিরোধমূলক, অনৈতিক সেক্সকে কার্যত নাগালের বাইরে রাখা এবং দুরূহ করে ফেলা, যাতে পাপ করাটাই কঠিন হয়ে পড়ে। যাবতীয় যৌন-বাণিজ্য বন্ধ করে, জোগানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, চাহিদা কমিয়ে দিয়ে সমাজ সৎচরিত্র বজায় রাখার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে এবং বিয়ের সম্পর্ককে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। এ ধরনের নৈতিকতা ইসলামে নতুন বা অপরিচিত নয়, অন্য ধর্মগুলিতেও এর কথা বলা আছে (খ্রিষ্টান ধর্ম, ইহুদিবাদ বা হিন্দু ধর্মও এর অন্তর্ভুক্ত)। তবে, কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এটি চিন্তা করবে না যে, তরুণ বা বয়স্কদের জন্য জটিল যৌনজীবনযাপন এবং তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করাটা ভালো কিছু। বরং যারা

স্রষ্টায় বিশ্বাসী তারা সেক্সকে বিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। তবে সমস্যা হলো, অনেক সমাজে সেক্সের প্রতি এ রক্ষণশীল মনোভাবকে তরুণ প্রজন্ম প্রত্যাখ্যান করেছে।

বর্তমান সময়ে সেক্সের কারণে ছড়ানো রোগসমূহ বিস্তৃতির পথ বেশ প্রশস্ত এবং সহজসাধ্য। এগুলি থেকে দূরে থাকতে গেলে বেশ কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সংযমের ফলাফল বেশ মহার্ঘ্য, যেখানে ব্যক্তিবিশেষের অনৈতিক সেক্সের কারণে সৃষ্ট মানসিক যাতনা ভয়ংকর হয়। যখন পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থার দিকে দেখা হয়, এটিই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে পারিবারিক সুরক্ষা এবং পবিত্রতা বজায় রাখার ব্যাপারে জোর দেওয়া হচ্ছে। কিছু বিষয়ের ওপর বেশ জোর দেওয়া হয়, যেমন নির্দিষ্ট পোশাকের ক্ষেত্রে শালীনতা, বিয়ে-বহির্ভূত সেক্স নিষিদ্ধকরণ, মদপান এবং মাদক থেকে দূরে থাকা, ডেটিং না করা, ছেলে-মেয়েদের কথাবার্তা প্রলুব্ধকর না হওয়া, পর্নগ্রাফি নিষিদ্ধকরণ, ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামেশা না করা, টেলিভিশনে কুরুচিপূর্ণ দৃশ্য না দেখা, যৌন সুড়সুড়ি দেওয়া বিজ্ঞাপন এবং গান না দেখানো। এগুলি যিনা এবং ব্যভিচার রোধে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উপরন্তু বাবা-মায়েদের দায়িত্ব টিনেজারদের কাছে দায়িত্বজ্ঞানহীন সেক্সের কারণে সৃষ্ট বিপদগুলি ব্যাখ্যা করা।

শৈশবের শুরু থেকেই যিনা (অনৈতিক যৌন-সম্পর্ক) থেকে দূরে থাকার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া শুরু করা উচিত। টিনেজারদের যৌন তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

কুরআন মানুষের মধ্যে থাকা তীব্র যৌনকামনাকে শনাক্ত করে। এমনকি নবি ইউসুফ আ. প্রলোভনে পড়ে যেতে পারতেন, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অসীম দয়ায় তিনি এ জটিল অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন:

> *যে মহিলার ঘরে সে অবস্থান করছিলো, সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগল। একদা সে ঘরের দরজা বন্ধ করে বলল, 'আমার কাছে এসো' (কিন্তু ইউসুফ) উত্তর দিলো: 'আল্লাহ রক্ষা করুন; তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লঙ্ঘনকারীগণ সফল হয় না'। নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত।*

যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনটি হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। আসলে সে ছিলো আমাদের মনোনীত বান্দাদের একজন।
(সূরা ইউসুফ, ১২: ২৩-২৪)

নারী ও পুরুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত যৌনকামনা সাধারণত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সুতরাং কারো উচিত নয় একে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উস্কানী দেওয়া এবং জাগিয়ে তোলা। আমাদের যৌনকামনাকে বিয়ের মাধ্যমে মেটানো উচিত। যদি চারপাশে অগণিত প্রলোভন থেকে থাকে, তবে অল্প বয়সেই কামনা গড়ে ওঠে এবং একে নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

এ উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক সমাজেই যৌনতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো পরিবেশ চোখে পড়াটা বিস্ময়কর নয়। এ সমাজ তরুণদের অল্পই সাহায্য করে; এটি অনেকটা এমন যে, টিনেজারদের হাত বেঁধে পানিতে ফেলে দিয়ে তাদের বলে: 'পানিতে ভিজার ব্যাপারে সাবধান হও!' প্রলোভন টিনেজারদের ভেতরে যৌন কামনার সৃষ্টি করে, যেখানে সমাজ এ আশা করে যে, তারা এ থেকে দূরে থাকবে এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে। এটি এমন যে, একটি ক্ষুধার্থ বিড়ালের সামনে একটি মজার মাছ ফেলে রেখে তাকে বলা 'এটি খেয়ো না!'।

> সে তার হাত দুটি বেঁধে রাখলো, অতঃপর পানিতে ফেলে দিয়ে বললো: সাবধান! সাবধান! ভিজে যেও না!

সাধারণত পুরুষরা স্পর্শ, দেখা, শোনা, গন্ধ নেয়া, এমনকি নিছক কল্পনা থেকেও যৌনউত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে। তাই এটি অত্যাবশ্যকীয় যে, সকল প্রকার প্রলোভন, আকর্ষণ আর উত্তেজনা সৃষ্টিকারী জিনিস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে। এ রকম বিপদে পড়ে তার থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করার চাইতে নিরাপদ প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ

নেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। যখন মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তার প্রতিরোধের ক্ষমতা নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রলোভনের পরিমাণও বেড়ে যায়।

এক্ষেত্রে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিরোধমূলক এবং সামগ্রিক। প্রশ্ন হলো: কীভাবে টিনেজাররা সমাজে একটি কাম্য নৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখতে পারে যেখানে সেক্স অনুমতিসাপেক্ষ? এটি কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? ইসলামী আইনানুসারে যা কিছু মানুষকে অপরাধের দিকে নিয়ে যায়, তাই অন্যায়। এখানে এমন যা কিছু যৌন নিষেধাজ্ঞায় ভাঙন ধরায় এবং শরীরের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণ হারানোয় সহায়তা করে, তা পরিত্যাজ্য।

অনৈতিক যৌনতার দিকে যেতে বাধা দেয় এমন কিছু পদক্ষেপের তালিকা নিচে দেওয়া হলো। প্রলোভন থেকে বাঁচা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যার জন্য প্রয়োজন হয় বাবা-মা, বর্ধিত পরিবার, স্কুল, গণমাধ্যম এবং কমিউনিটির সহযোগিতা।

শালীনতা *(হায়া)*

জন্মের পর থেকে শিশুদের গোপনাঙ্গ ঢেকে রেখে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে শালীনতার ধারণা দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মায়ের হাত দিয়ে বাচ্চাদের গোসল করানো এবং স্বল্প সময় ছাড়া বাচ্চাদের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা উচিত নয়।। তিন কিংবা তার ঊর্ধ্বে বাচ্চাদের যৌনাঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত, এমনকি গোসলের সময়ও। যৌনাঙ্গ উন্মোচন করা এড়ানো বাচ্চাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বৃদ্ধি করে।

শালীনতা কী? শালীনতাকে এভাবে সঙ্গায়িত করা যায়: মর্যাদাহানিকর বা পদভ্রষ্ট করতে পারে এমন যেকোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, বা ঐরূপ কাজের জন্য সংকোচ বা অস্বস্তিবোধ। আরবিতে এর অর্থ দাঁড়ায়:

> এমন একটি বৈশিষ্ট্য বা দৃষ্টিভঙ্গি, যা মানুষের মধ্যে লজ্জাবোধ অথবা নিন্দার ভয় তৈরি করে।

শাস্ত্রবিদরা শালীনতাকে একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা মানুষকে পাপ থেকে অথবা লজ্জাজনক বাজে কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করে।

শালীনতা এমন একটি গুণাবলী যা বাবা-মাকে ক্রমাগত লালন করতে হয় যাতে এটি পরিবার ও সমাজ উভয়ের জন্যই প্রথায় পরিণত হয়।

এমনকি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ও, যখন মৃতদেহকে গোসল করানো হয়, যারা গোসল করাবেন তাদের উচিত নয় মৃতদেহের গোপনাঙ্গের দিকে সরাসরি তাকিয়ে দেখা বা হাত দিয়ে স্পর্শ করা, বরং কাপড় দিয়ে মৃতদেহের যৌনাঙ্গ পরিষ্কার করা উচিত। শালীনতার ধরন এবং মাত্রা উপলব্ধি করে রাসূল সা. বলেছেন:

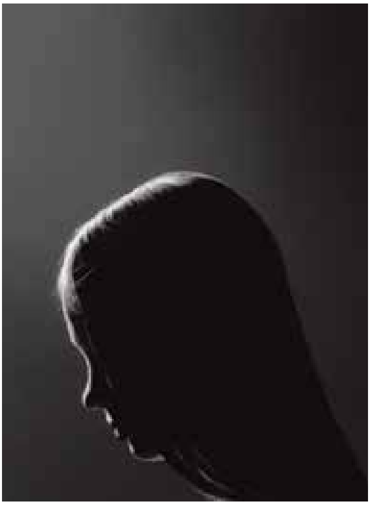

> বিশ্বাসের সত্তরটির শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তমটি হচ্ছে এটি বলা যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই'। আর সর্বনিম্নটি হচ্ছে রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে ফেলা এবং শালীনতা হচ্ছে বিশ্বাসের একটি শাখা। (মুসলিম)

নবিদের কাছ থেকে মানুষ যা উত্তরসূরি হিসেবে পেয়েছে তা হলো: যদি তোমার কোনো লজ্জা *(হায়া)* না থাকে, তাহলে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো। (আবু দাউদ)

> রাসূল সা. বলেছেন:
>
> অশ্লীলতা শুধু নোংরামি তৈরি করে। শালীনতা বিকাশ ঘটায় সদ্‌গুণ আর সৌন্দর্যের। (ইবন মাজাহ্)

আল-জুরজানি শালীনতাকে নিম্নোক্ত দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন:

ক. মনস্তাত্ত্বিক অংশ, যা কিনা সব মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন: গোপনাঙ্গ প্রকাশ না করা বা অন্যদের উপস্থিতিতে শারীরিক মিলন না করা। এ ধরনের লজ্জা সব মানুষের মধ্যে দেখা যায় এবং এটি তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এবং

খ. শালীনতা আসে বিশ্বাস থেকে, যা মানুষকে স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

শালীনতা বিশ্বাসের একটি শাখা

নিম্নোক্ত শালীনতার শিষ্টাচারগুলি বাচ্চাদের শেখানো উচিত:

১. বিপরীত লিঙ্গের দিকে নজর গেলে বা অশালীন কোনো দৃশ্য দেখলে দৃষ্টি নত রাখা।

২. যৌন প্রলোভন ছেড়ে শালীনতার সাথে হাঁটা এবং বিপরীত লিঙ্গকে নকল না করা।

৩. ভদ্রতা এবং সম্মানের সাথে হাঁটা এবং যৌন প্রলোভনমূলক স্বরে কথা না বলা।

৪. শালীনভাবে পোশাক পরিধান করা, সুন্দরভাবে মর্যাদার সাথে শরীর ঢেকে রাখা।

৫. যখন বাচ্চারা বড় হয়, তাদের উচিত বাবা-মা বা অন্য আত্মীয়দের শোবার ঘরে ঢুকার আগে দরজায় শব্দ করে বা অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা।

৬. বাবা-মা এবং ভাই-বোনদের উচিত বাড়ির ভিতরে ও বাইরে নিজেদের শরীর ঢেকে রাখা এবং শালীন পোশাক পরিধান করা। যৌন আকর্ষণ করতে পারে এরকম সাজসজ্জা এবং প্রসাধনী ও সুগন্ধী ব্যবহার করা উচিত নয়।

বাবা-মায়ের সন্তানদের সামনে তাদের ভাষার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত, কোনো রকম যৌন উত্তেজনামূলক কথাবার্তা বলা উচিত নয়।

৭. যখন বাচ্চার বয়স ১০ বছর হবে, তাদের বিছানা আলাদা করে দেওয়া উচিত।

নিচের তিনটি অবস্থায় শালীনতা প্রযোজ্য নয়:

১. শিক্ষার ক্ষেত্রে: জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে (যত বেশি, তত ভালো)

বিশেষ করে, বিয়ে সংক্রান্ত সেক্স বিষয়ে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, ঋতুস্রাব, গর্ভধারণ এবং রাত্রিকালীন নিঃসরণ (Nocturnal Emission) এসব বিষয়ে। শাস্ত্রবিদগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ প্রবাদ ব্যবহার করেন যে, 'ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে কোনো লজ্জা থাকতে নেই'। আমরা এ একই প্রবাদ এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি: 'জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোনো লজ্জা নেই'।

২. সংস্কারের ক্ষেত্রে: ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা এবং সততার সাথে দায়িত্ব পালন করা উচিত।

৩. বিয়ের ক্ষেত্রে: গৃহকোণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লজ্জার কিছ নেই। রাসূল সা. বলেছেন: স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্যদের সামনে তোমাদের যৌনাঙ্গ গোপন রাখো। (আবু দাউদ, ইবন মাজাহ্ এবং আল-হাকিম)

যদি বাবা-মায়েরা সন্তানদের মধ্যে শালীনতা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বে অবহেলা করেন, তাহলে সমাজ ভুক্তভোগী হয়। মোহ আর প্রলোভন থেকে বাঁচার জন্য শালীনতা বেশ শক্ত ভূমিকা পালন করে। নিম্নে কিছু কিছু জাতির মাঝে শালীনতার ঘাটতির চিত্র তুলে ধরা হলো:

- সাহিত্য এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছদ্মবেশে অনেক দেশে যাদুঘর এবং প্রকাশ্য চত্বরে নগ্ননারী এবং পুরুষের ভাস্কর্য ও চিত্র দেখা যায়। যেমন: ফ্রান্স, ভারতের কিছু ভাস্কর্য ও মন্দিরেও এমন দেখা যায়।

আরবি সাহিত্যে শালীনতা

তোমার আচরণ কী হবে সে, ব্যাপারে যদি তোমার ভয় না থাকে এবং তুমি শালীন কাজ করতে না পারো, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার দোহাই, অশালীন জীবনযাপনে ভালো কিছুই নেই! কারো জীবন তখনই আরামদায়ক হতে পারে, যখন সে শালীন থাকে; ঠিক যেমন একটি গাছ ততক্ষণ সুরক্ষিত থাকে, যতক্ষণ সে বাকল দ্বারা ঢাকা থাকে।

পাশ্চাত্য-সাহিত্যের ঐতিহ্যে নগ্নতার বিষয়টি প্রায়শই চিত্রায়িত হয় পুরুষের উৎকর্ষতা, সম্মান আর মর্যাদা হিসেবে। একটি ভালো উদাহরণ হলো, মাইকেল এঞ্জেলোর 'ডেভিড' ভাস্কর্যটি, যা কিছু ভালো তার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তা সম্পূর্ণরূপে নগ্ন। পৃথিবীব্যাপী কিছু মন্দিরে (যেমন- ভারতে) সম্পূর্ণ নগ্ন প্রতিকৃতি প্রতিমা রাখা হয়েছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। অবশ্যই ডেভিড ভাস্কর্যটি রেঁনেসার প্রতীক এবং এটি কোনো নবিরও মূর্তি নয়। নগ্নতার সামাজিক স্বীকৃতি এবং গ্রহণযোগ্যতা এমন কিছু, যা বাবা-মাকে এ সম্পর্কে ভাবতে শেখায়, বিশেষ করে তাদের সন্তানদের বিষয়ে।

> *হে নবি! বিশ্বাসী পুরুষদের বলো: তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাজত করে। এটি তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা কিছু তারা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত। আর হে নবি! বিশ্বাসী নারীদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহ হিফাজত করে আর তাদের সাজসজ্জা লোকদের দেখিয়ে না বেড়ায় যা আপনাআপনি প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দ্বারা তাদের বুক ঢেকে রাখে। আর যেন নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তবে এ লোকদের সামনে ছাড়া: নিজেদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনেদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের (মালিকানাধীন) দাস, সেসব অধীনস্ত পুরুষ, যারা শারীরিক প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করে না, আর সেসব অবোধ বালক যারা নারীদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য লোকদের জানানোর উদ্দেশ্যে জমিনের ওপর সজোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। হে বিশ্বাসীরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো। আশা করা যায়, তোমরা এতে কল্যাণ লাভ করবে।*
>
> (সূরা আন নূর, ২৪: ৩০-৩১)

দৃষ্টি নত করাটা অত্যাবশ্যকীয়। রাসূল সা. বলেছেন:

যে ব্যক্তি যা কিছু দেখা নীতিবহির্ভূত তা থেকে দৃষ্টির হিফাজত করবে, আল্লাহ্ তার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিবেন। (ইবন মাস'ঊদ)

- মেয়েদের যৌন আকর্ষণ বাদ দিয়ে সম্মানের সাথে হাঁটা শেখানো উচিত। কাপড় উঠিয়ে পা দেখিয়ে বেড়ানো উচিত নয়। যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় সেভাবে কথা বলা পরিহার করা উচিত:

  ...বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না, যাতে দুষ্টমনের কোনো লোক, লালসা পোষণ করতে পারে; বরং সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে কথা বলো। (সূরা আল আহযাব, ৩৩: ৩২)

- ছেলে-মেয়েদের বেশি রাতে বাড়ির বাইরে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। বাবা-মা আর সন্তানদের মধ্যে একটি যুক্তিসম্মত কারফিউ পদ্ধতি থাকা উচিত।
- কিছু নির্দিষ্ট ধরনের মিউজিক ক্ষতিকর (যেগুলি যৌন উত্তেজনা জাগ্রত করে এবং গানগুলির কথা লজ্জাজনক)। মিউজিক মানুষের মেলাটনিন (এক ধরনের হরমোন যা মস্তিষ্কের গ্রন্থিতে উৎপন্ন হয় যেটি অন্ধকারে কার্যকর হয় এবং বাতি জ্বালানোর ফলে বন্ধ হয়ে যায়) কার্যকর করার মাধ্যমে মানবমনকে প্রভাবিত করে। এটি একই গ্রন্থি, যা মানুষের বয়ঃসন্ধিকে জাগিয়ে তোলে বলে ধারণা করা হয় এবং এটি মানুষের প্রজনন চক্র এবং যৌন মনোবৃত্তিকে প্রভাবিত করে। যৌনতা জাগিয়ে তোলা রক সঙ্গীত মানুষের যৌন কামনা প্রস্ফুটিত করে। কিছু হার্ড-রক সঙ্গীতে নোংরা শব্দ থাকে এবং বাচ্চাদের এসব 'পর্নগ্রাফিক রক' থেকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। কারণ, যখন বাচ্চারা এ ধরনের গানে অভ্যস্ত হয়, তারা পাপ কাজে অসংবেদনশীল হয়ে পড়ে।
- পর্নগ্রাফি বাচ্চাদের জন্য হুমকিস্বরূপ, কারণ এটি অসহনীয় মাত্রায় যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। বাচ্চাদের চিন্তার ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে, তাদের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নোংরা দৃশ্য কল্পনা করতে বাধ্য করে, এবং তাদের যৌন কাজগুলি নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখায়।
- পর্নগ্রাফি নারীদের যৌনতার প্রতীক (Sex object) হিসেবে

তুলে ধরে। সুতরাং, স্বামী কখনো এরূপ কিছু দ্বারা উত্তেজিত হয়ে উঠলে, তার উচিত স্ত্রীর দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়া। তবে অবিবাহিতরা তা পারে না। সুতরাং, তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়ার পিছনে এটিও একটি কারণ।

একজন পুরুষকে তার তাড়না থাকার জন্যে দায়ী করা যায় না। কিন্তু সে যদি তা চরিতার্থ করার জন্য অন্যদের আহত করে তবে অবশ্যই সে দায়ী। অনেক পুরুষই প্রশংসার দৃষ্টিতে অন্য নারীদের দিকে তাকিয়ে তাদের স্ত্রীদের আহত করে (বাস্তবতা অনুধাবন ছাড়াই)। বিলবোর্ড, ম্যাগাজিনের কভার এবং পোস্টারে মডেল ও সিনেমার তারকাদের ছবি একটি বড় সমস্যা হতে পারে। তাদের মনে মডেলরা সবসময় তরুণ আর সুন্দর হিসেবে থাকে, যেখানে বাস্তবে স্বামী বা স্ত্রী বুড়ো, মোটা আর ক্লান্ত হয়ে যায়। সুতরাং, স্বামী-স্ত্রীর বিবেচক হতে হবে এবং পরস্পরের প্রতি সদয় হতে হবে। তবে যে-কেউ বৃদ্ধ হওয়ার পরও আকর্ষণীয় হতে পারে (উত্তম পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস এবং উপযুক্ত ব্যায়ামের মাধ্যমে)।

বর্তমান যুগে বাবা-মায়েদের; ইন্টারনেট পর্নগ্রাফি, ডেটিং এবং সস্তা ও বাজে যৌন আবেদন সৃষ্টিকারী কথা-বার্তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তাদের অবশ্যই উত্তম উপায়ে বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে হবে এবং টিভি, মোবাইল, কম্পিউটার বাচ্চাদের শোবার ঘরের নির্জন জায়গায় নয়, বরং বাড়ির এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে লোক চলাচল করে।

নির্ধারিত পোশাক-পরিচ্ছদ

ছেলে এবং মেয়েদের উচিত আচার-আচরণ এবং পোশাক-আশাকে শালীনতা বজায় রাখা। প্রলোভন বা আকর্ষণ সৃষ্টি করে এমন পোশাক এবং তাদের শারীরিক সৌন্দর্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কিছুও পরিত্যাগ করা। তাদের পরিবারের বাইরের কারো সামনে এমন আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করা উচিত নয়, যাতে তাদের শরীরের গড়ন বুঝা যায় অথবা এমন কোনো গয়না ব্যবহার করা উচিত নয় যা অন্য লিঙ্গকে উত্তেজিত করে তোলে। তাছাড়া বাইরে থেকে শরীরের গড়ন বোঝা যায় এমন পোশাক, ছেলে-মেয়ে কারোরই পরিধান করা উচিত নয়। আর মেয়েদের জনসম্মুখে মাথার চুল ঢেকে রাখা উচিত। তাছাড়া ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরবে না; অপরদিকে মেয়েরাও

ছেলেদের পোশাক পরবে না। নিচের হাদিসটিতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে:

> আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন: রাসূল সা. সেই লোকটিকে অভিসম্পাত করেছেন, যে নারীদের মতো বেশভূষা ধারণ করে এবং অভিসম্পাত করেছেন সেই নারীকে যে পুরুষদের মতো বেশভূষা ধারণ করে। (আবু দাউদ)

বাচ্চারা কী পোশাক পরে তা গুরুত্বপূর্ণ। 'যেমন পোশাক তেমন কাজ' এ প্রবাদটি এটিই বোঝায় যে, বাচ্চাদের শালীন ও মর্যাদাপূর্ণ পোশাক পরিধান করা উচিত। মানুষ উপলক্ষ অনুযায়ী পোশাক পরে থাকে: যেমন সাপ্তাহিক প্রার্থনার দিন, সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন বার্ষিকী, অনুষ্ঠান অথবা খেলাধুলার পোশাক। তারা চায় অন্যদের সাথে মিশে যেতে, অন্যদের আকর্ষণ করতে অথবা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে। যাহোক, কাপড়, চুলের সাজ অথবা গহনাতে শালীনতা ফুটে ওঠা দরকার। সাধারণত বাবা-মায়েরা স্রোতের বিপরীতে অত্যধিক সাজ, পোশাক পছন্দ করেন না। যদি শালীন পোশাক প্রায় সব পরিবেশে ব্যবহৃত হয়, তবে তা পরিধানকারী অন্যদের মনে ভালো ধারণা তৈরি করতে পারেন। পোশাক ব্যবহার এবং স্টাইল কখনোই এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে তা শালীনতাবোধকে ছাড়িয়ে যায়।

যতদূর সম্ভব, বাবা-মায়ের উচিত মেয়েদের তাদের অনুমোদনের ভিতরে নির্বাচনের সুবিধা দেওয়া। এমন একটি সময় আসবে যখন হয়তো দুই বা তিন বছর বয়সেই তাদের মেয়েরা নিজেরা যা ইচ্ছা তাই পরতে চাইবে। সে চাইবে না বাবা-মা তার পোশাক নির্বাচনে বাধা দিক। এক্ষেত্রে একটি শান্তিপূর্ণ কার্যকর সমাধান হলো দু'টি বা তিনটি পোশাকের মধ্যে তাকে নির্বাচনের সুযোগ করে দেওয়া, যাতে করে সে এটি বুঝতে পারে যে, তাকে নির্বাচনের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

স্কুলে যখন সব ছাত্র বা ছাত্রীরা একই রকম পোশাক (স্কুলের জন্য নির্ধারিত) পরিধান করে, বাচ্চারা হয়তো শুরুতে তা পছন্দ নাও করতে পারে। কিন্তু তারা পোশাকের ব্যাপারটা খুব দ্রুতই 'ভুলে' যায়। সুতরাং এটি আর কোনো বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না। এটি প্রতিদিন সকালে 'কি পরতে হবে' এ সম্পর্কীয় হতাশাজনক আলোচনা আর সিদ্ধান্ত থেকে বাঁচায়। মেয়েদের মনে রাখা উচিত 'আকর্ষণীয়' পোশাকে হয়তো

তাদের 'সুন্দরী' মনে হতে পারে, কিন্তু এটি ছেলেদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছে দেয়, যা অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সূচনা করে।

অবাধ মেলামেশা এবং খালওয়া না করা

খালওয়া হচ্ছে একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে নির্জন স্থানে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, বিশেষ করে বন্ধ দরজার ভেতরে, যেখানে কেউ তাদের দেখবে না (যেমন হোটেলের কক্ষ অথবা যেকোনো নির্জন জায়গা)। শয়তানের ফাঁদ হিসেবে যেকোনো মূল্যে এ খালওয়া থেকে দূরে থাকা উচিত! রাসূল সা. আমাদের অগণিতবার এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন:

> যখন কোনো নারী এবং পুরুষ নির্জনে একাকী মিলিত হয়, তখন সেখানে শয়তান তৃতীয় পক্ষ হিসেবে উপস্থিত থাকে। (তিরমিযি)

ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ত্যাগ করা উচিত, বরঞ্চ এরকম মেলামেশা বাবা-মায়েদের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত এবং তাদের খুব কাছে থেকে লক্ষ রাখা উচিত, যেন তা শালীনতার সীমা অতিক্রম না করে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থার মধ্যে ঘটে। একটি ছেলে যদি একটি মেয়েকে নিয়মিত মসজিদে, স্কুলে, লাইব্রেরিতে অথবা মার্কেটে দেখে, তার প্রতি সে আকর্ষণবোধ করতে পারে। যদি মেয়েটি তার ব্যাপারে আগ্রহী হয়, তাহলে সে কাছে যেয়ে কথা বলতে পারে। কথা বলার পর তারা পরস্পর কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্জন কোনো জায়গায় দেখা করার দিন ঠিক করতে পারে; যেমন কোন পার্কে বা বাড়িতে। কেউ তাদের দেখবে না, ছেলেটি মেয়েটিকে স্পর্শ, এমনকি চুমু খেতে পারে। যদি মেয়েটি তাকে তা করতে দেয়, ছেলেটি আরো আগানোর সাহস দেখাতে পারে। শেষ পর্যন্ত তা অপরিকল্পিত যৌনসম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়, যা আরো দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দেয়।

ফাঁদ!

দৃষ্টি বিনিময় ➡ অনুমোদনের মৃদু হাসি ➡ কথাবার্তা ➡ দেখা করা ➡ স্পর্শ করা ➡ উত্তেজিত হওয়া ➡ ফেরার কোনো পথ খুঁজে না পাওয়া ➡ সেক্সের পাপ ➡ সমস্যা!! এর ফল যেয়ে দাঁড়াতে পারে যৌন পরিবাহিত রোগে (STD), গর্ভধারণ, গর্ভপাত অথবা জারজ সন্তানে।

উপরিউক্ত নিয়মের কখনোই ব্যত্যয় ঘটে না। কারণ এটি এমন একটি নিশ্চিত বিধান, যা বিপদ ঘটাতে বাধ্য। এমনকি অনেক ধার্মিক মানুষের জন্যও এটি শয়তানের দিকে আহ্বান। সকল রক্তমাংসের মানুষ অনুভূতিসম্পন্ন। এমনকি ইউসুফ নবিকেও এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো।

- ডেটিং: ডেটিং হলো টিনেজারদের জন্য 'যৌনতার প্রবেশদ্বার'। সাধারণত এটি ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার ও সমাজের জন্য কষ্ট আর দুর্ভোগ বয়ে আনে। ১৯৯৯ সালের এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নমুনাধীন পুরুষদের মধ্যে ২৫ ভাগ সদ্য কলেজ থেকে বের হওয়া ছেলেরা বলেছে যে, যদি তারা কোনো মেয়ের সাথে ডিনারের জন্য পয়সা খরচ করে এবং সেই মেয়েটি তাকে 'সব কিছু করবার' সুযোগ না দেয়, তবে ছেলেটি তার সাথে জোর করে সেক্স করার অধিকার রাখে। অনেক এমন 'ডেট করার সময়কালীন ধর্ষণ'-এর রিপোর্ট করা হয় না (Norris et al. 1999; Bohmer 1993)। এমন যেকোনো কিছু যা যৌন বিপত্তিকে অতিক্রম করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণে ধস নামায়, যেমন: মদপান, মাদক, যৌন-উত্তেজক গান, আলিঙ্গন অথবা খালওয়া গ্রহণীয় নয়। চুমু ও আলিঙ্গন শরীরকে সেক্সের জন্য প্রস্তুত করে, যেখানে শরীর এমন একটি পর্যায়ে চলে যায় 'যা থেকে আর ফেরা যায় না'। ডেটিং এবং যৌন স্বাধীনতা বিয়েকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অবিবাহিত দম্পতিদের 'একে অন্যকে পরীক্ষা করে দেখা' এবং 'ভালোভাবে জানা'-এর যে ধারণা তার কোনো ভিত্তি নেই। যেকোনো সমাজেই এ ধরনের স্বাধীনতা, পরিবারগুলিকে অস্থির করে তোলে, দুর্দশার কারণ হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

সমবয়সীদের চাপ এবং অন্য কারণসমূহ

- বাচ্চারা কেন সেক্সে লিপ্ত হয়ে পড়ে তার অনেক কারণ আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত কারণ হলো সমবয়সীদের চাপ (Peer pressure)। এর পেছনে যুক্তি হলো, সবাই তো তা করছে। বিয়ে-পূর্ববর্তী সেক্সের অন্য কারণ হলো উপযুক্ত বয়সে তাদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়ার

প্রবৃত্তি এবং সমাজের এগিয়ে যাওয়া। কারো কারো জন্য এটি স্বল্প আত্মমর্যাদার কারণে হয়, যা পরবর্তীতে তাদের এ চিন্তায় উপনীত করে যে, তারা বাবা অথবা মা হবে। কখনো কখনো তাদের যৌনশক্তিকে অন্য দিকে ধাবিত করতে না পারার সুযোগ না থাকার কারণে তা হয়। বাড়িতে ভালোবাসা এবং স্বীকৃতির অভাব একটি কারণ হতে পারে, যেখানে বাড়ি থেকে এরকম পৃথকীকরণ তাদের অন্য কোথাও যুক্ত করে ফেলতে পারে। যৌন আকর্ষণ সবখানেই বিরাজমান, ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে সমবয়সীদের মধ্যে এবং টেলিভিশনেও। যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক প্রায় ২০,০০০ যৌনদৃশ্য বিজ্ঞাপন, নাটক, মূল সময়ে প্রদর্শিত অনুষ্ঠান এবং এমটিভি-তে প্রচারিত হয়। বাবা-মায়ের উচিত বাচ্চাদের ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখা এবং তাদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত রাখা আর বাচ্চাদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা।

- মাদকদ্রব্য: মদ এবং মাদকদ্রব্য ক্ষতিকর বস্তু, কারণ এগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণ কমিয়ে দেয় এবং সেক্সে লিপ্ত হওয়ার বাধাকে দূর করে।

- নাচ (যেখানে ছেলে-মেয়েদের মেলামেশা এবং অবাধ স্পর্শের সুযোগ থাকে) এবং যেখানে বিপরীত লিঙ্গের ছেলে-মেয়েদের শারীরিক সংস্পর্শে আসার সম্ভবনা থাকে। যেমন: চুমু খাওয়া, আলিঙ্গন করা, ঘনিষ্ঠ হওয়া, শরীর টিপা বা ম্যাসাজ করা, ঘর্ষণ এবং জড়িয়ে ধরা, এগুলি এড়িয়ে চলা উচিত। এসব কাজ মানুষের শরীরে যৌন তাড়না জাগিয়ে তোলে, শারীরিক মিলনের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

বিপরীত লিঙ্গের সাথে নাচের একটি সংজ্ঞা হলো- নাচ হচ্ছে অনুভূমিক ইচ্ছার উলম্ব প্রকাশ!

কী করা উচিত?

বাবা-মায়ের উচিত সন্তানদের ভালো উপদেশ দেওয়া। তাদের ভূমিকা শুধু সন্তানদের আশ্রয়দান, খাবার, পোশাক-আশাক আর জাগতিক

সামগ্রী সরবরাহ করার পিছনে হওয়া উচিত নয়। একই সাথে আত্মিক এবং নৈতিক উপদেশও দেওয়া উচিত।

- বাবা-মায়ের উচিত সন্তানদের মস্তিষ্ক সবসময় 'ভালো চিন্তা' দ্বারা পূর্ণ করা এবং তাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক 'চিন্তার খোরাক' দ্বারা ব্যস্ত রাখা। উপদেশের একটি দৃষ্টান্ত হলো, কীভাবে রাসূল সা. একবার এক তরুণের সাথে কথা বলেছিলেন, যে কিনা যিনা করার অনুমতি চাইছিলো। কারণ সে তার যৌন তাড়না নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলো না। রাসূল সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে তার মা, বোন, মেয়ে, খালা অথবা স্ত্রীর সাথে কাউকে সেক্স করতে অনুমতি দেবে কিনা। প্রতিবারই লোকটি উত্তর দিলো 'না'। অতঃপর রাসূল সা. উত্তর দিলেন, যে মহিলার সাথে লোকটি সেক্স করতে চাইছিলো সে নিশ্চয় কারো মা, বোন, মেয়ে, খালা অথবা স্ত্রী। লোকটি বুঝতে পারলো এবং রাসূল সা. তার গুনাহ মাফের জন্যে দু'আ করলেন।

- যে কারো আত্মপরিচয়বোধকে মজবুত করা এবং অন্যদের অনুসরণ না করতে বাধ্য করাটা জরুরি। বাবা-মা সন্তানদের স্বতন্ত্র নৈতিকতা, জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনযাপনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তা অর্জন করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। একইভাবে সন্তানরাও নিজেদের মদ্যপান, শূকরের মাংশ, মাদক সেবন, বিয়ে-পূর্ব সেক্স বা হারাম সবকিছু থেকে দূরে রাখতে পারে। তাছাড়া বাবা-মায়েদের বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। কেননা তারাই সন্তানদের জন্য উত্তম উদাহরণ হতে পারেন।

তাড়াতাড়ি বিয়ে

বিয়ের জন্য কোনো ধরাবাধা বয়স নেই। তরুণ ছেলেদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের পর, চাকরি খুঁজে পাওয়ার পর অথবা ২৬ বা তদূর্ধ্ব বয়সে পৌঁছাবার পর বিয়ে করাটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুরূপভাবে দেখা যায়, তরুণীরাও ২৪ বছরের পরে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়। তারা সরাসরি বলেই ফেলে যে, 'আমি এখনো বিয়ের জন্য প্রস্তুত নই', যদিও তাদের সাধারণ যৌনাঙ্গ এবং কামনা রয়েছে। তরুণরা বুঝতে পারে যে, তাদের সামনে বেছে নেয়ার

জন্য আইনানুগ দু'টি সুযোগ রয়েছে: হয় বিয়ে করা অথবা যৌনাকর্ষণ থেকে বিয়ের আগ পর্যন্ত দূরে থাকা।

কুরআনে বলা আছে:

আর যারা বিয়ের সুযোগ পাবে না, তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেন। (সূরা নূর, ২৪: ৩৩)

রাসূল সা. বলেছেন:

তোমাদের তরুণদের মধ্যে যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে, বিয়ে করে নাও অথবা তোমাদের রোযা রাখা উচিত; যতক্ষণ না তোমাদের কামনা অবদমিত হয়। (আল-বুখারি)

যখন কোনো ছেলে বা মেয়ে বিয়ে করার তাগিদ বোধ করে এবং সে অপেক্ষা করতে পারে না, তখন বাবা-মায়ের উচিত সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যদি তারা তা না করেন, তাহলে তারা কোনো না কোনোভাবে তাদের সন্তানটিকে অসৎ পথে ঠেলে দিচ্ছেন। বাবা-মায়েদের একটি দায়িত্ব বুঝাতে রাসূল সা. বলে গেছেন:

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ একটি সন্তান দিয়েছেন, সন্তানটির তিনটি জিনিস পাবার অধিকার আছে: একটি সুন্দর নাম, শিক্ষা আর যখন সে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছাবে তাকে উপযুক্ত সময়ে বিয়ে দেওয়া। (Tibrizi 1985)

রাসূল সা. বলেছেন:

আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক। কিন্তু আমি রোযা রাখি এবং রোযা ভাঙ্গি, আমি রাতে সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই, নারীদের বিয়ে করি। যে আমার প্রথা ভঙ্গ করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। (আল-বুখারি)

বিয়ে দ্বীনের অর্ধেক; আর বাকি অর্ধেক হলো আল্লাহকে ভয় করা।

(আল-তাবারানি এবং আল-হাকিম)

যদি বাবা-মা সন্তানের অনুরোধে কর্ণপাত না করেন এবং তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার পাপের দায়ভার বাবা-মায়ের ওপর বর্তাবে। একই সাথে বিয়ের জন্যে তরুণদের জোর করা উচিত নয়। কিছু বাবা-মা ভুল করে সন্তানের ওপর ভুল জীবনসঙ্গী চাপিয়ে দেন। তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ছাড়াই বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এভাবে তারা ভাবী দম্পতিদের ভালোভাবে জানাশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন। অন্যদিকে, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সাথে পারিবারিকভাবে আয়োজিত একটি সুন্দর বিয়ে, যা ছেলে-মেয়ে উভয়ের সম্মতিতে হয়, তেমন ব্যবস্থা করা বাবা-মায়ের দায়িত্ব। কারণ এটিই পারে একটি সুন্দর দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের নিশ্চয়তা দিতে, যা উভয় পরিবারের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করবে। পরিশেষে, এসব 'ব্যবস্থা' করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দম্পতিটির সুখী এবং সমৃদ্ধজীবন নিশ্চিত করতে, শুধু পারিবারিক স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করে নয়।

এরকম বিয়ের ব্যবস্থা করার পিছনে সমাজের কিছু ভূমিকা হচ্ছে:

- ছেলে এবং মেয়ের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা, যাতে তারা পরস্পরকে ভালোমতো চেনা-জানার সুযোগ পায়, যেখানে বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে নিয়ন্ত্রণাধীন অবাধ মেলামেশাকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

- বিয়ে পূর্ববর্তী কিছু কার্যধারা ও উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা, যাতে ছেলে-মেয়েরা পরবর্তীতে সুষ্ঠভাবে বাবা, স্বামী কিংবা মা ও স্ত্রীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থা এবং তাড়াতাড়ি বিয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একটি জটিল যৌন সমস্যার জন্ম দিয়েছে। কলেজ কিংবা তদূর্ধ ডিগ্রি অর্জন বলতে এটিই বোঝায় যে, বিয়ে দেরি করে করা উচিত এবং তা হওয়া উচিত মধ্য-বিশে। যদিও পুরুষদের জন্য সর্বোচ্চ যৌন তাড়নার সময়, তাদের বয়ঃসন্ধিকালের ঠিক পরপরই। এ সময়ে তাদের কঠিন আবেগীয় নির্ভরতা থাকে, যা তাদের প্রলোভনে অরক্ষিত করে ফেলে।

এর সমাধান হতে পারে হয় স্কুলে পড়াকালীন তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা অথবা কলেজ থেকে পাস করার আগ পর্যন্ত সংযম সাধন করা। যদি

সমাজ টিনেজারদের দম্পতি হিসেবে জীবনযাপন করার এবং সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তবে তাড়াতাড়ি বিয়ে একটি সন্তোষজনক সমাধান হতে পারে।

এদিকে, বর্তমান সমাজের প্রলোভন এবং ক্রমাগত যৌন প্ররোচনার মুখে টিনেজারদের ধৈর্য্য ধারণ এবং মধ্য ২০ পর্যন্ত কৌমার্য রক্ষার বিষয়টি বেশ কঠিন। ইতিহাস আমাদের এ ব্যাপারে একটি ভালো শিক্ষা দেয়। পূর্বে এ ধরনের সমস্যা কখনো দেখা দেয়নি। কারণ তাড়াতাড়ি বিয়ে করাটা একটি প্রথা ছিলো এবং সামাজিক ব্যবস্থা একে সমর্থন দেওয়ার মতো করেই গড়ে উঠেছিলো। রাসূল সা. এবং তাঁর পরবর্তীতে অনেক শতাব্দী জুড়ে এটি বিদ্যমান ছিলো, সেখানে নিম্নোক্ত সমন্বিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো:

ক. তাড়াতাড়ি বিয়েতে উৎসাহিত করা হতো।

খ. যৌথ পরিবার সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের লালন-পালনে বিশাল ভূমিকা পালন করতো। তিন প্রজন্মের একই সাথে কাছাকাছি বসবাস মামুলি ব্যাপার ছিলো আর একক পরিবার ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। তাছাড়া পরিবারগুলি এখনকার চাইতে ছিলো স্থিতিশীল।

গ. কম বয়সী মায়েদের গর্ভধারণের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ইসলাম পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করে।

তাছাড়া এটি নির্ভর করে স্বামীর সহযোগিতা এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জ্ঞানের ওপর।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিসম্পন্ন এবং চাকরিজীবী মায়েরা পরিপূর্ণ সময় নিয়ে বাচ্চাদের বড় করতে পারেন এবং মধ্য-৩০ পর্যন্ত স্বল্প সময়ের চাকরি করতে পারেন, তারপর তাদের সন্তানদের বয়ঃপ্রাপ্তিতে তারা স্বল্প বা পূর্ণ সময়ের জন্য স্বেচ্ছাসেবক অথবা বেতনপ্রাপ্ত হিসেবে চাকরি করতে পারেন। এতে কম বয়সী শিশুদের কোনো ক্ষতি হবে না, আবার সমাজও অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন দক্ষ কর্মজীবী মায়েদের থেকে বঞ্চিত হবে না।

এদিকে, ১৩-১৯ বছর বয়সী শিশুদের অনুপযুক্ত ভাবা এবং দায়িত্ব ও উৎপাদনশীলতা বাদ দিয়ে তাদের নিছক ভোক্তা হিসেবে নেয়া ঠিক নয়। অথচ বর্তমানে শৈশবকে বাড়িয়ে ২০ বছরের কাছাকাছি নেয়া হয়েছে। ফলে তরুণরা দায়িত্ববান ও নিজে ক্ষমতা নেয়ার মতো সামর্থ্যবান মানুষ হওয়ার বদলে সম্পূর্ণভাবে অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

অথচ কুরআনে যুবক নবিদের কথা বলা আছে, যেমন ইবরাহিম, ইউসুফ, মূসা এবং ইসা আ. ও এমন আরো অনেকের কথা বলা আছে, যারা আমাদের রোল মডেল হতে পারেন এবং যারা তাদের বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন। এখানে গুহায় বসবাসরত লোকদের (আসহাবে কাহ্ফ) কথা বলা আছে, যারা ছিলেন যুবক (ফিত্ইয়া), সৎ পথপ্রাপ্ত এবং প্রচুর সাফল্যমণ্ডিত।

বর্তমান সময়ে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত দেরি করে বিয়ে করাটা মোটেই সন্তোষজনক নয়। পূর্বে তাড়াতাড়ি বিয়ের সফল ব্যবস্থাটি সারা পৃথিবীতে চালু ছিলো। এদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বললে, গর্ভধারণ এবং সন্তান জন্মদানের বিষয়টি কম বয়সে সহজতর হয় এবং ২০ ওপর এবং ৩০ শুরুর দিকে কষ্ট হয় (প্রথম গর্ভধারণ বয়সের সাথে সাথে জটিল আকার ধারণ করে)।

এ বিষয়টি গুরুতর, প্রাসঙ্গিক এবং জটিল। আমাদের অবশ্যই কার্যকরভাবে যৌন নিবৃতকরণের কষ্টবিষয়ক দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করতে হবে, তাড়াতাড়ি বিয়ের (সন্তানের পরিকল্পনাসহ / ছাড়া) প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে।

রাসূল সা.-এর সাহাবিগণের মধ্যে অনেক নেতৃস্থানীয় তরুণ ছিলেন। উসামা ইবন যায়িদ ১৫ বছর বয়সেই আহযাবের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি ১৮ বছর বয়সে তিনি অনেক বয়স্ক সাহাবিসহ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এদিকে, উহুদের যুদ্ধে সামারা ইবন জুন্দুব এবং রাফি ইবন খুদাইযের মতো ১৫ বছরের কয়েকজন যুবক অংশগ্রহণ করেছিলেন। আহযাবের যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইবন উমার, যায়েদ বিন সাবিত, আল-বারা ইবন আযিব, আমর ইবন হাযিম এবং আসিদ ইবন সাহির এরা সকলেই ছিলেন ১৫ বছর বয়স্ক। কুতাইবা ইবন মুসলিম আল-বাহিলে ১৮ বছর বয়সে চীনে মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তরুণ মহিলা সাহাবিদেরও এরকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

অনৈতিক উপায়	**পরিণাম**		**নৈতিক উপায়**	**পরিণাম**
ব্যভিচার সহজ, আকর্ষণীয় এবং সহজলভ্য সেক্স তুলনামূলক সস্তা, ফলাফল দায়িত্বহীন সেক্স	সেক্স পরিবাহিত রোগ (STD), টিনেজ প্রেগন্যান্সি, গর্ভপাত, কমবয়সী অবিবাহিতদের সন্তান দারিদ্র্য, বিয়ে-বিচ্ছেদ, পারিবারিক ভাঙন, একক বাবা-মায়ের পরিবার, যৌন বিশৃঙ্খলা, অধিক অপরাধ প্রবণতা, অধিক ধর্ষণের ঘটনা	বিপরীতে	ব্যভিচারের (যিনা) ধারে কাছে না যাওয়া ব্যভিচার কঠিন, অনাকর্ষণীয় ও সহজলভ্য না হওয়া, পরিচ্ছন্ন সেক্স, বিয়ের মাধ্যমে সেক্স, দায়িত্বপূর্ণ সেক্সকে উৎসাহিত করা	স্বাস্থ্যবান বাবা-মা, স্বাস্থ্যবান সন্তান, বাবা-মা উভয়কে নিয়ে পরিবার, সৎপথ প্রাপ্ত নেতা, কম অপরাধ প্রবণতা, সুখী পরিবার, সুখী সন্তান, ধর্ষণ ঘটনা হ্রাস

বড়দের যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া থেকে শিশুদের সুরক্ষা

বড়দের বিশ্বাস করাটা ছোটদের জন্য স্বাভাবিক। বিশেষ করে মুসলিম শিশুরা বড়দের মান্য করার শিক্ষা পেয়ে থাকে। এমনকি বড়রা ছোটদের যা করতে বলে, তারা তা না করতে পারলে কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে। বড় মানুষরা বিশেষ করে যারা রাগী, তারা ভয়ংকর ও আতঙ্কজনক হয়ে থাকেন। বাচ্চারা নিজেদের এরকম অবমাননা থেকে বাঁচাতে পারে, যদি জানে যে, তাদের কি করতে হবে। খারাপ লোকের হাত থেকে বাঁচার জন্য, এখানে কিছু টিপস দেওয়া হলো, যা বাচ্চাদের জানানো যেতে পারে:

- যদি কোনো অপরিচিত লোক তোমার সাথে অদ্ভুত আচরণ করে, যেমন- খুব কাছাকাছি আসা, এক নজরে তাকিয়ে থ াকা, পথ আটকানো বা তোমাকে অনুসরণ করা। এক্ষেত্রে দৌঁড়ে চলে যাবে এবং সাহায্যের খোঁজ করবে। যদি তুমি নিশ্চিত হও যে, সে তোমার পিছু নিয়েছে, তাহলে তুমি চিৎকার করতে পারো 'আগুন! আগুন!' বলে। কারণ এরূপ বললে সচরাচর লোকজন চলে আসে এবং এতে আক্রমণকারী দ্বিধায় পড়ে যায়।
- কখনো অপরিচিত লোকের গাড়িতে উঠো না বা তাদের সাথে কোথাও যেও না। যদিও তোমার মনে হয় সে বন্ধুভাবাপন্ন এবং যদিও সে তোমার বা তোমার বাবা-মায়ের নাম জানে, স্কুল বা তোমার ঠিকানা জানে, তাকে জোর গলায় 'না' বলতে ভয় পেয়ো না।
- নির্জন জায়গা এবং অনিরাপদ প্রতিবেশীদের এড়িয়ে চলবে এবং যদি না পারো, তবে একা চলাফেরা করো না, বিশেষ করে বড় শহরে। মেয়েদের জন্য সবচেয়ে ভালো হয় কোনো গ্রুপের সাথে বা বড় কারো সাথে স্কুলে যাতায়াত করলে।
- পুলিশকে জানানো দরকার পড়লে জরুরি ফোন নাম্বারগুলি মনে রাখবে এবং এমনকি অন্ধকারেও জেনে নেবে কীভাবে ডায়াল করতে হয়। সবসময় সাথে পয়সা, টোকেন, সেল ফোন অথ বা টেলিফোন কার্ড রাখবে, যাতে দরকারের সময় বাবা-মা অথবা পুলিশকে ফোন করতে পারো।
- যদি তোমাকে কখনো গাড়ির ভিতরে বা বাড়িতে একাকী থাকতে হয়, দরজা এবং জানালা বন্ধ রাখবে। যদি কোনো অপরিচিত

লোক দরজায় নক করে বা টেলিফোন করে, তাদের জানিয়ো না যে, তুমি বাড়িতে একা। কখনো টেলিফোনে অপরিচিত কাউকে তোমার ঠিকানা বা অন্য কোনো তথ্য দেবে না! বলো যে, তোমার বাবা-মা দরজায় যেতে পারবেন না বা ফোন ধরতে পারবেন না, কারণ তারা ব্যস্ত, অথবা তারা এখন বিরক্ত হতে চাইছেন না। রুমে অন্য কারো সাথে কথা বলার ভান করো।

- যদি তুমি কারো তাকিয়ে থাকা বা তোমার সাথে কথা বলার ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করো, তাহলে তুমি বিশ্বাস করতে পার, এমন বড় কাউকে বিষয়টি জানাও।
- কোনো ধরনের মার্শাল আর্টস বা প্রতিরক্ষামূলক কিছু কৌশল শেখো। নিজেকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী হতে হবে না, বরং স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করো এবং সে অনুযায়ী দ্রুত কাজ করো। কিছু আত্মরক্ষামূলক ক্লাস আছে যেগুলিতে লড়াই করার জন্য নয়, বরং আত্মরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়।
- শিশু পর্নগ্রাফি সম্পর্কে সচেতন হও। শিশুদেরও অন্য কারো সামনে নগ্ন হওয়া ঠিক নয়।

বিভিন্ন দেশের আইনে পর্নগ্রাফি নিষিদ্ধ এবং শিশু পর্নগ্রাফি প্রায় সবজায়গাতেই নিষিদ্ধ।

- যদি তুমি কাউকে ভয় পাও, কুরআনের সুরক্ষামূলক সূরাগুলি (আল-ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, আল-ফালাক এবং আল-নাস) পড়ো। যদি প্রয়োজন পড়ে, ওগুলি বারবার পড়ো এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্যের জন্যে দু'আ কর। আল্লাহই তোমার সবচাইতে ভালো বন্ধু এবং রক্ষাকর্তা।

যথাযথ বয়সে শিশুদের পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে সচেতন করা

বাচ্চারা যদি পতিতাদের জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে না পারে, তাহলে নানা প্রশ্ন তাদের চিন্তায় আসতে পারে। বাবা-মায়ের উচিত পতিতাদের জীবনের ভয়াবহতা তাদের সন্তানদের সামনে ব্যাখ্যা করা। তাকে হয়তো ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিদিন ২০ বা তদূর্ধ্ব লোকের সাথে কষ্টকর সেক্সে লিপ্ত হতে হয় এবং সে প্রায়শই নানা জটিল রোগে (যেমন এইডস) ভোগে এবং কম বয়সেই মৃত্যুবরণ করে। কম সংখ্যক দুর্ভাগা মেয়েরা পতিতাবৃত্তিকে বেছে নেয়। সাধারণত খারাপ লোকেরা জোরপূর্বক তাদের তা করতে এবং জটিল পরিণতি ভোগ করতে বাধ্য করে। তাদের অনেকেই ক্রমাগত মারধর বা যৌন নিপীড়নের জন্যে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। কখনও একাকী ভ্রমণের বা চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় অপহরণ করা হয় এবং বিদেশে নিয়ে আটকে রাখা হয়, যেখানে তারা সেখানকার ভাষা বলতে পারে না এবং জানে না যে, কীভাবে সাহায্য পাওয়া যাবে। তারা হয়তো কখনই আর তাদের পরিবারকে দেখতে পায় না। 'যুক্তরাজ্যে পাচার করা হয়েছে এমন কমপক্ষে চার হাজার পতিতা রয়েছে। পাচারবিরোধী গ্রুপগুলির ধারণা এ সংখ্যা আরো বেশি' (Morris 2008)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কম বয়সী মেয়েরা বাড়ির অসহনীয় পরিবেশ থেকে বাঁচতে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে। এভাবে তারা বাড়ির বাইরে স্বস্তি খোঁজে। পরে পিম্প দালালরা (যেসব লোকেরা পতিতাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ ধরনের ব্যবসা করে) তাদের বেছে নেয় এবং জোর করে পতিতাবৃত্তিতে জড়িত হতে বাধ্য করে। খদ্দেরদের দেওয়া অর্থের সামান্য ভাগই এসব মেয়েদের কপালে জোটে এবং বাকি অংশটা চলে যায় দালালদের হাতে। যখন বাবা-মায়েরা সন্তানদের জীবন অসহনীয় করে তোলে, তারা আসলে তাদের বাড়ির বদ্ধ পরিবেশ থেকে

পালানোর দিকে ঠেলে দেয় এবং রাস্তায় নিয়ে যায়।

কোনো বাচ্চার যদি বাড়িতে জটিল কোনো সমস্যা থেকে থাকে এবং কীভাবে তা সমাধান করতে হবে তা জানা না থাকে, তবে তার উচিত বিশ্বস্ত বড় কারো (যেমন- আত্মীয়-স্বজন, কোনো ইমাম, শিক্ষক, কাউন্সিলর বা পুলিশ অফিসার) কাছে থেকে সাহায্য চাওয়া। অপরদিকে, পালিয়ে যাওয়া বা সমস্যা থেকে দূরে থাকার জন্য মাদকাসক্ত হওয়া সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

যদি বাচ্চারা পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে কিছুই না জানে, তারা নিজেরা মনে মনে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু ধারণা করতে পারে এবং কল্পনা করা শুরু করে দিতে পারে। তারা এটিকে ভালো, সুন্দর এবং যৌন আনন্দে পরিপূর্ণ কিছু ভাবতে পারে। অথবা একে লাভজনক কোনো জীবিকা হিসেবে চিন্তা করতে পারে, সাজসজ্জার যেসব সামগ্রী স্বপ্ন দেখে, সেগুলি পাওয়ার উপায় হিসেবে ভাবতে পারে, আকর্ষণীয় পোশাক-আশাক পরার, অনেক পুরুষ তাদের পিছনে ঘোরার, সবসময় দামি সুগন্ধী ব্যবহার করার অথবা দামী পাঁচতারা হোটেলে থাকার উপায় হিসেবে নিতে পারে। এসব কাল্পনিক ধারণা তাদের মন-মগজ দখল করে রাখতে পারে, যদি না তাদের বাবা-মায়েরা আগেভাগেই দায়িত্ব নিয়ে এসব বিষয় তাদের জানিয়ে রাখে। দুর্ভাগ্যবশত মিডিয়া, বেশ্যাদের 'উত্তেজক জীবন' এর ইতিহাস এমনভাবে সম্প্রচার করে যেনো তারা সম্পদশালী পুরুষদের অধীনে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। উদাহরণস্বরূপ, হোরাশিও নেলসনের রক্ষিতা এমা হ্যামিল্টনের কথা বলা যায়।

যখন একটি শিশু ধর্ষণ বা অজাচারের (incest) স্বীকার হয়

যখন পরিবারের অন্য সদস্য দ্বারা শিশুরা যৌন নিপীড়নের স্বীকার হয়, বাবা-মায়েদের জন্যে সেটি মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো এটি প্রমাণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা এটি বিশ্বাস করতে চান না বা বিশ্বাস করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে কোনো ইমাম, শিক্ষক, কাউন্সিলর অথবা পুলিশের কাছে যাওয়াটাই উত্তম। যদি কোনো অপরাধ সংগঠিত হয়ে থাকে, পুলিশকে অবশ্যই জানানো উচিত। কারণ, সবারই নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকার এবং যৌন সংস্পর্শমূলক পাপ থেকে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

বর্তমানে ধর্ষণ খুবই সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; যেমন: যুক্তরাষ্ট্রে চারজন নারীর মধ্যে একজন, একবার না একবার তাদের জীবনে ধর্ষিত হয়। এটি উল্লেখ করা উচিত যে, ছেলে-মেয়ে উভয় লিঙ্গের বাচ্চারা ধর্ষণের স্বীকার হতে পারে, এদের মধ্যে কেউ আবার একেবারেই শিশু। এমনকি বাড়িতে অযাচিতভাবে ঢুকে পড়া লোকদের দ্বারা বয়স্ক মহিলারা ধর্ষিত হতে পারেন।

নিচে দু'টি উদাহরণ দেওয়া হলো: 'সৌদি আদালত নিয়ম জারি করেছে যে, ৫ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের যে ধর্ষণ করতে চাইবে, তার শিরোচ্ছেদ করা হবে'। এদিকে, সবচাইতে কম বয়সী আক্রান্ত বাচ্চাটি একটি ৩ বছরের ছেলে, আক্রান্তকারীকে দড়িতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। (BBC News 2009)

সংখ্যায় একশরও বেশি, বয়স্ক মানুষের (যাদের বয়স ৬৮ থেকে

৯৩-এর মধ্যে) ওপর আক্রমণ করার জন্যে একজন পুরুষকে লন্ডন পুলিশ গ্রেফতার করে। 'রাত্রিকালীন শিকারী' নামে পরিচিত লোকটির বেশিরভাগ শিকার ছিলো নারীরা এবং বেশিরভাগ আক্রমণের সাথেই জড়িত ছিলো যৌন নিপীড়ন আর ধর্ষণ। (BBC News 2009)

একটি মেয়ে যখন ধর্ষিত হয়, সে কষ্ট পায়, তার রাগ হয় এবং সে দ্বিধান্বিত হয়। সে হয়তো নিজেকে অপরাধী ভাবতে পারে, ভাবতে পারে যে, হয়তো তার কোনো ভুলের জন্য (যেটি সচরাচর সত্য নয়) ধর্ষণের স্বীকার হয়েছে। অথবা সে অন্যদের এ ঘটনা জানাতে ভীষণ লজ্জা ও ভয় পেতে পারে। তবে যেকোনো ধর্ষণের শিকার হওয়া মেয়ের উচিত তাৎক্ষণিক পুলিশকে জানানো এবং চিকিৎসা সাহায্য ও পরামর্শ নেয়া। এটি গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে, সে যদি এ কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং ধর্ষকের কাছ থেকে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়, চিকিৎসক প্রমাণ করতে পারবেন যে, সে তার প্রেমিকের সাথে সেক্স করছিলো না বরং ধর্ষণের শিকার। সে যে ব্যভিচার করেনি, তা প্রমাণ করার জন্য এটি একটি উপায়। এদিকে, আক্রান্ত হবে এমন আঁচ করতে পেরে একটি মেয়ের উচিত প্রথমেই দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া, অথবা আক্রমণকারীকে নখ দিয়ে আঁচড়ে দেওয়া। পরবর্তীতে মেয়েটির নখের কারণে লোকটির চামড়ায় আটকে থাকা ডিএনএ থেকে পুলিশ ধর্ষকের পরিচয় বের করতে পারবে। অপরদিকে এমন পরিস্থিতিতে চিৎকার করাটাকে ঠিক বলে মনে করা হয় না। কারণ এতে ধর্ষক আতঙ্কিত হয়ে মেয়েটিকে চুপ করার জন্য তার দমবন্ধ বা শ্বাসরোধ করে ফেলতে পারে। অনেক মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে এরকম শ্বাসরোধ ও দমবন্ধ অবস্থায় মেরে ফেলতে দেখা গেছে। যদিও চিৎকার করলে আশপাশের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়, কিন্তু তা সচরাচর সাহায্যকারীদের আকর্ষণ করে না। তাছাড়া ব্যক্তিগত এলার্ম বহন করাটা একটি ভালো উপায় হতে পারে। এটিকে চালু করুন এবং যদি সম্ভব হয়, তাহলে কাছের জানালা দিয়ে একে (অথবা অন্য কোনো বস্তু) ছুড়ে ফেলার চেষ্টা করুন। ধ্বংসযজ্ঞ হলে সাধারণত ওই বিল্ডিং-এ বসবাসরত বাসিন্দারা পুলিশ ডাকবেন। তারপর যদি সম্ভব হয়, পালানোর সময় চুল অথবা বোতামের মতো ছোট হলেও আক্রমণকারীর কিছু একটি আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত, যা পরবর্তীতে হয়তো পুলিশ চিহ্নিত করতে পারবে। এমন পোশাক ও জুতা পরা দরকার, যা দৌড়ানোর প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে। টিনেজারদের

ডেটের সময় ও মাদকাসক্ত অবস্থায় সংঘটিত ধর্ষণ নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এসব মাদকদ্রব্য অ্যালকোহলিক পানীয়ের মতো অ্যালকোহলবিহীন পানীয়েও থাকতে পারে।

যৌন নিপীড়িতদের জন্যে পরামর্শের ব্যবস্থা থাকা উচিত। পরামর্শদাতা আক্রান্তকে তার অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত আঘাত, ক্রোধ, হতাশা, ভয় এবং বিব্রতকর আবেগ ও অনুভূতি দূর করতে সাহায্য করতে পারেন।

ইসলামী যৌনশিক্ষার পাঠ্যক্রম

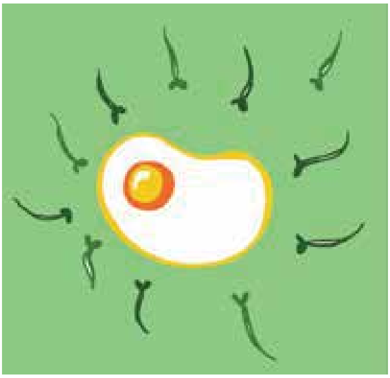

একদম ছোট বয়স থেকে ইসলামিক সেক্স এডুকেশন বাড়িতেই শেখানো উচিত। শরীরবৃত্ত ও শরীর সংস্থানবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা শুরু করার আগে, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্রষ্টার প্রতি ভয় ব্যতিরেকে লালসা ও কামনাবিষয়ক কিছু আচরণ মানুষের কাছে অনুমোদিত মনে হতে পারে। বাবাদের উচিত ছেলেদের ও মায়েদের উচিত মেয়েদের শেখানো। বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে ছেলেদের জন্য পুরুষ শিক্ষক ও মেয়েদের জন্য নারী শিক্ষিকার প্রয়োজন। শিক্ষাক্রম শিশুদের বয়স উপযোগী করতে হবে এবং ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই এখানে দেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ৬ বছরের বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে, 'আমি কীভাবে মায়ের পেটে এলাম?' এক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। অনুরূপভাবে একটি ছয় বছরের বাচ্চাকে এটিও বলার প্রয়োজন নেই যে, কী করে কনডম পরতে হয়। এগুলি বরং বিয়ের আগে বিয়ে-পূর্ব ক্লাসে শেখানো যেতে পারে।

সেক্স এডুকেশনের শিক্ষাক্রম (Athar 1990) রয়েছে:

কুরআনের আয়াত এবং রাসূল সা.-এর হাদিস

লিঙ্গভিত্তিক বৃদ্ধি ও বিকাশ

বয়ঃসন্ধির সময়
বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন
বয়ঃসন্ধিকালীন মানসিক, আবেগীয় এবং সামাজিক প্রেক্ষিত

প্রজননতন্ত্রের শরীরবিদ্যা

মেয়েদের জন্য: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ঋতুস্রাব, ঋতুস্রাবের পূর্ব লক্ষণ
ছেলেদের জন্য: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যৌন তাড়না

গর্ভধারণ, ভ্রুণের বিকাশ, এবং জন্মদান
যৌন পরিবাহিত রোগসমূহ
সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ
কীভাবে সমবয়সীদের চাপ রোধ করা যায়?

বাচ্চাদের সেক্স এডুকেশন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াটা অপরিহার্য। অন্যথায়, তারা সমবয়সী এবং মিডিয়ার কাছ থেকে ভুল তথ্য পাবে। অবশ্য এটি অপ্রত্যক্ষ উপায়েই করতে হবে। বাবা-মা এবং সন্তানদের মধ্যে সমস্ত প্রকার স্পষ্ট ও বিস্তারিত যৌন আলোচনা এবং তাদের মাঝের পর্দা উঠিয়ে নেয়াটা হীতে বিপরীত হতে পারে। বিভিন্ন লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য, তাদের জন্য সঠিক আচরণবিধি এবং যৌন অভ্যাস বিষয়ে বাচ্চাদের শেখানো একটি স্বাস্থ্যকর ইসলামিক জীবন গড়ে তুলতে আবশ্যক।

বাচ্চাদের বিকাশের ধাপে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও বাস্তবতার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। বিপথগামী সমবয়সীদের ব্যাপারে জোর দিয়ে বলাটা বাবা-মায়ের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। বাচ্চাদের দেখানো উচিত, কী করে ভুল আচরণ উদঘাটন করা যায় এবং এ থেকে দূরে থাকা যায়। সেই সাথে বাচ্চাদের যৌনস্বাস্থ্যের প্রায়োগিক ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে হবে। ভালো সমবয়সীদের সাথে মেশার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সন্তানরা যাতে বেশি রাতে বাড়ির বাইরে না থাকে, তা বাবা-মাকে

নিশ্চিত করতে হবে এবং বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের উপস্থিতি এবং তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যতীত অন্য টিনেজারদের সাথে রাত্রিযাপনের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

বাবা-মা এবং সন্তানদের মধ্যে সেক্স বিষয়ক আলোচনার জন্য বয়সভিত্তিক বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

- ৫ বছর বয়স: ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শারীরিক পার্থক্যবিষয়ক আলোচনা
- ১০ বছর বয়স: বয়ঃসন্ধি, বীর্য এবং ঋতুস্রাব নিয়ে আলোচনা
- ১৫ বছর বয়স: গর্ভধারণ, সচেতনতা সৃষ্টি

করণীয়

করণীয় ৪৪: আপনার বাচ্চার বুদ্ধি বাড়ান!

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তার পরিবারের সাথে রাতের খাবারে একজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় লিপ্ত হলেন, যাতে বাচ্চারা এ আলোচনা শুনতে পারে এবং তারা যে এর আসল শ্রোতা তা বোঝা ছাড়াই এ থেকে উপকৃত হতে পারে (Franklin 1909)। বাবা-মায়েরা এভাবে বাড়িতে অতিথি নিমন্ত্রণ করতে পারেন এবং আগেভাগেই আলোচিত বিষয় নির্ধারণ করে রাখতে পারেন, যাতে বাচ্চারা উপকৃত হয়।

কার্যক্রম ৪৫: বাচ্চাদের জন্য ভালো কাজের তালিকা পদ্ধতি

> *আর দিনের দু'প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগে; পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।* (সূরা হূদ, ১১: ১১৪)
>
> রাসূল সা. বলেছেন, 'যেখানেই থাকো আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং খারাপ কাজ করলে সাথে একটি ভালো কাজও করো, যাতে তা খারাপ কাজকে মুছে দেয় এবং অন্যদের সাথে ভালো আচরণ করো।' (আল-তিরমিযি)

বাবা-মায়েদের উচিত বাসায় ফ্রিজের সাথে প্রত্যেক বাচ্চার নামে একটি করে তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া, যাতে তিনটি কলাম থাকবে: 'অতিরিক্ত প্রাপ্তি', 'ভালো', এবং 'খারাপ'। যখন বাচ্চাদের যা করতে বলা হবে তারা তাই করবে, ভালো কলামটিকে একটি 'টিক চিহ্ন' দেওয়া হবে। যদি তারা বলা ছাড়াই কোনো ভালো কাজ করে থাকে, তবে তাদের 'অতিরিক্ত প্রাপ্তি'-এর ঘরে দু'টি 'টিক চিহ্ন' দেওয়া হবে। এ ক্রেডিট বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে কোনো ভালো কাজ করে থাকলেও দেওয়া হবে (যেমন: স্কুলে, কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাসায়); বাচ্চারা ভালো কাজগুলি বাবা-মায়েদের জানাবে এবং তাদেরও

বাচ্চাদের বিশ্বাস করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে পয়েন্টগুলি গণনা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী বাচ্চাদের পুরস্কৃত করতে হবে। তালিকার মধ্যে কোনো কাজ যদি ‘বাদ’ পড়ে, তার জন্য কোনো পুরস্কার নেই। এভাবে দেখা যাবে বাচ্চাটি যদি কোনো পুরস্কার না পেয়ে থাকে, তবে সে পরবর্তীতে তা পাওয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠবে। আবার একটি পুরস্কার পাওয়ার জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষাও হতে পারে। ক্ষুদ্র পরিমাণ হলেও ভালো কাজ যে পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে, তা শেখানোর জন্যে এবং তাদের উৎসাহী করে তোলার জন্যে ভালো কাজ ছোট হলেও ‘ভালো’ কলামটি চেক করা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বাচ্চাদের শুধু পুরস্কারের জন্য ভালো কাজ করা শিখানো উচিত নয়, তারা যখন তরুণ বয়সে উপনীত হবে, এ পদ্ধতি তাদের মধ্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং তাদের বস্তুগত বিষয়াদির চাইতে তাদের অধিগম্য বিষয়গুলোর (যেমন ছোট কোনো উপহার অথবা স্বীকৃতিদানমূলক কথা) প্রশংসা করতে শিখবে। বাচ্চাদের আচরণের কোনটা ‘ভালো’ আর কোনটা ‘মন্দ’ তা বাবা-মায়ের ব্যাখ্যা করা উচিত। বাচ্চাদের ভালো বা খারাপ হিসেবে নয়, বরং তাদের আচরণকে ভালো বা মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

যায়নাব ও রুকাইয়া দুই বোনের ভালো অথবা মন্দ কাজের নমুনা...

	যায়নাব			রুকাইয়া		
	অতিরিক্ত প্রাপ্তি	ভালো	খারাপ	অতিরিক্ত প্রাপ্তি	ভালো	খারাপ
সোমবার	√√ (বোনকে ব্যাগ বহন করতে সাহায্য করেছে)	√ (ময়লা বাহিরে রেখে এসেছে)			√ (নিজের বিছানা করেছে)	
মঙ্গলবার		√ (নামাজ পড়েছে)	× (চিৎকার করেছে)			× (বোনকে মেরেছে)
বুধবার			× (মেঝেতে ময়লা ফেলেছে)	√√ (দাদিকে মোজা পরতে সাহায্য করেছে)		
বৃহস্পতিবার		√ (শিক্ষককে জিনিসপত্র এগিয়ে দিয়েছে)			√ (কাপড় গুছিয়েছে)	
শুক্রবার	√√ (চমৎকার রিপোর্ট কার্ড)					
শনিবার					√ (খাবার শেষ করেছে)	
রবিবার		√(কুরআন মুখস্থ করেছে)				
মোট	৮ √		২ x	৫ √		১ x
ব্যালান্স	৬√ (পুরস্কার পাবে)			৪√ (পুরস্কার পাবে)		

হিশাম ইয়াহিয়া আলতালিব। জন্ম ১৯৪০ সালে ইরাকের নিনেভার মসুল শহরে। ১৯৬২ সালে লিভারপুল ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি এবং ১৯৭৪ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানার পারডু ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি অর্জন।

একজন ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরুর সময় থেকে তিনি উত্তর আমেরিকায় বিভিন্ন ইসলামী কর্মকাণ্ড ও প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়। আমেরিকার মুসলিম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (MSA) এবং কানাডার লিডারশিপ ট্রেইনিং ডিপার্টমেন্ট-এর প্রথম ফুলটাইম ডিরেক্টর (১৯৭৫-১৯৭৭ এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন (IIFSO)-এর সেক্রেটারি জেনারেল (১৯৭৬) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে অনেক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সেমিনার পরিচালনায় অভিজ্ঞ হিশাম ইয়াহিয়া আলতালিব IIIT'র বর্তমান প্রেসিডেন্ট।

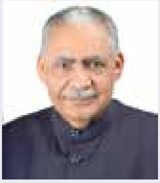

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান। জন্ম ১৯৩৬ সালে সৌদি আরবের মক্কায়। কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৫১ সালে ব্যবসায় শিক্ষায় বিএ, ১৯৬৩ সালে রাজনীতি বিজ্ঞানে এমএ এবং ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া থেকে ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।

তিনি ১৯৬৩-১৯৬৪ সালে সৌদি আরবের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সেক্রেটারি, ১৯৭২ সালে অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম সোশ্যাল সায়েন্টিস্টস (AMSS)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯৭৩-১৯৭৯ সালে ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ (WAMY)-এর সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ১৯৮২-৮৪ সৌদি আরবস্থ রিয়াদের কিং সউদ ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ১৯৮৮-১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির (IIUM) রেক্টর এবং পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (IIIT)-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

মুসলিম সমাজের সংস্কার এবং সংশোধন নিয়ে তিনি অসংখ্য বই রচনা করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: The Islamic Theory of International Relations: New Directions for Islamic Methodology and Thought; Crisis in the Muslim Mind; Marital Discord: Recapturing the Full Islamic Spirit of Human Dignity; Revitalizing Higher Education in the Muslim World and The Qur'anic Worldview: A Springboard for Cultural Reform।

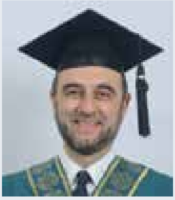

ওমর হিশাম আলতালিব। জন্ম ১৯৬৭ সালে ইরাকের কিরকুক শহরে। ১৯৬৮ সালে তাঁর বাবা-মায়ের সাথে আমেরিকায় বসবাস শুরু এবং তাঁর স্কুল জীবন সেখানেই। ১৯৮৯-৯২ সালে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন থেকে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ফেলোশিপ পান। ১৯৮৯ সালে জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে বিএ এবং ১৯৯৩ সালে সমাজবিজ্ঞানে এমএ এবং ২০০৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো থেকে পিএইচডি অর্জন করেন তিনি।

১৯৯৮-এ ভ্যালি কলেজ, শিকাগো এবং ১৯৯৯ সালে ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি নর্থওয়েস্ট, গ্যারি, ইন্ডিয়ানা-তে এডজাঙ্কট প্রফেসর হিসেবে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে তিনি ২০০০-২০০৩ সালে ওহাইওর অ্যাশল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে সমাজবিজ্ঞান এবং অপরাধবিজ্ঞানে সহকারি অধ্যাপক এবং ২০০৫-২০০৬ সালে ভার্জিনিয়ার সায়েন্স অ্যাপ্লিকেশনস ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন আলেকজান্দ্রিয়াতে সিনিয়র নলেজ ইঞ্জিনিয়ার এবং ২০০৯-২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সামাজবিজ্ঞান বিভাগে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিবার, শিক্ষা, বৃত্তি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ওপর তাঁর অনেক প্রবন্ধ রয়েছে। তিনি প্রায়ই বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে একাডেমিক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

SEX AND SEX EDUCATION

ORIGINALLY CHAPTER 13 OF PARENT-CHILD RELATIONS: A GUIDE TO RAISING CHILDREN
ISBN 9781565645820 • IIIT, 2013

WHAT ARF CHILDREN BEING TAUGHT ABOUT SEX? What are they learning from peers, television, movies, magazines, computer games, pop music, popular culture? Most parents are rightly alarmed by the increasingly controversial nature of the information being led to children and how age-appropriate it actually is. 'Ibis publication makes it easy for parents to understand and broach the sensitive topic of sex education. Originally forming chapter thirteen of *Parent Child Relations: A Guide to Raising Children*, it charts a way forward, helping parents to educate their children in manner they feel appropriate and which maintains a sense of the sacred. The authors use a holistic approach to include what morality requires of humanity in this regard, and also focus on issues of healthy relationships, responsibility, emotional wellbeing, and good physical health. The publication is intended to give parents practical advice, using clear and precise information to address some of the most common issues parents are likely to encounter and questions they are likely to face.

PRAISE FOR PARENT-CHILD RELATIONS: A GUIDE TO RAISING CHILDREN

Most importantly the book proposes Islamic solutions to problematic issues in raising children. I was impressed with the comprehensive coverage of most available theories of child development. Authors have not missed talking about the common misconceptions of popular psychology.

DR. KUTAIBA CHALEBY, *Child Psychiatrist, certified by the American Board of Psychiatry and Neurology. He is also former Head, Section of Psychiatry, King Faisal Hospital and Research Center, Saudi Arabia.*

One of the most insightful and comprehensive books on effective parenting. The work tackles issues in the home environment and the experiential world of children and has the ingredients to transform families across the globe.

EDRIS KHAMISSA, *International Consultant in Education and Human Development.*

The book has many outstanding features and I say this as an author of many books on the subject of parenting and family matters, which have been translated into various languages. It presents many resources and valuable references to help parents, points out the proper sense of fulfilment for children and emphasizes that this should come from community attachment and involvement as well as a family bond, and offers a great list of activities at the end of each chapter, which, if applied by parents, will ensure a healthy and positive family atmosphere.

DR. MOHAMED R. BESH1R, member of the advisory board of SIFCA *"Shura of Islamic Family Counselors of America." Also Advisor to the Muslim Association of Canada (MAC) and the Muslim American Society (MAS) departments on Tarbiyah matters.*

This is a well researched and thought provoking book for everyone involved in parenting and provides a comprehensive guide on how to be an effective parent in the modern world. The authors cover many practical aspects of good parenting in addition to the theory, in a very readable format which can be applied by families in traditional and modern settings, without overwhelming the reader. I particularly like the way in which the chapters provide many practical exercises of how to put the theory to work with emphasis on engaging the whole family in the challenging area of parenting.

FATIMA DESAI, *Child Protection Lawyer, LLB Hons; Dip L.G.; MA (Child Studies).*

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-98129-0-6